প্রকাশক :
শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য্য
১৪এ মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৪

গীতিকার অনিল ভট্টাচার্য্যের আকস্মিক পরলোকগমনে এসেছিল যে আঘাত, তারই সান্ত্বনা দিতে রূপ পেলো

'আলো ঝলমল'

১৪ ডিসেম্বর ১৯৫২

১

আলো ঝলমল পূর্ণিমারি
জ্যোছনা রাতে
সারানিশি জাগি ছিনু ফুলবনে
সে ছিল সাথে ॥
নয়নে কে যেন বুলালো স্বপন
মায়ার তুলি
প্রথম প্রেমের মধু মঞ্জরী গো
উঠেছে দুলি
দিয়েছিনু বেঁধে ফুলডোর তার
দখিন হাতে ॥
কোন কথা কেহ বলিতে পারিনি
কি জানি কেন
কে বলিবে আগে ছিনু তারি আশে
দুজনে যেন—
রজনী পোহালো নিভিল যখন
চাঁদের বাতি
হাতখানি হাতে রেখেছিল শুধু
জাগার সাথী
নেমেছে তখন বিদায় বাদল
নয়ন পাতে ॥

২

কত প্রেমিকের দেহ হ'ল লীন
কত যুগ যুগ ধরি
কবির কণ্ঠে সেই প্রেম গান
আজিও পড়িছে ঝরি ॥
নিশি শেষ হ'লে ফুল ঝরে যায়
সুবাস লুকায় আকাশের গায়
গান থেমে গেলে সুর মুরছায়
বাতাসের বুক ভরি ॥
রূপে রঙে রসে প্রেমের মুকুল
যেন অমরার কাননের ফুল—
প্রেমিকের দেহ সমাধি পরে
অলখে সে ফুল আপনি ঝরে
কালের বুকেতে অমর প্রেমের
প্রতিমা রাখিছে গড়ি

৩

কোন রঙে আজ রাঙালো মোর প্রাণ
অশান্ত মোর চিত্তে বাজে
বসন্তেরি গান ॥
আধেক রাতে স্বপন সম
আবেশ ভরা নয়ন মম
জীবনে আজ কোন নবীনের
হ'ল অভিযান ॥
কোন সে ফুলের গন্ধ জাগে
রূপে রূপে
কোন সে বীণার ছন্দ লাগে
চুপে চুপে—
আজকে অধীর হিয়ার মাঝে
কার চরণের নূপুর বাজে
কণ্ঠ বীণায় ছন্দ-গীতি
হ'ল অফুরান ॥

৪

আমি ফুলের মত ঝরবো
ঝরবো তোমার পায়ে।
আসবে যখন তুমি
পিয়াল বনের ছায়ে॥
পথিক প্রিয় পথ হারাবে যবে
দিন ফুরাবে রাত্রি আঁধার হবে
সন্ধ্যাতারা হ'য়ে আমি
ফুটবো আকাশ গায়ে॥
দুঃখ রাতে রইবো তোমার সাথী
আঁধার ঘরে জ্বালবো প্রেমের বাতি—
আমার হৃদয় সাধের সাগর তীরে
ভিড়াও যদি তোমার তরণীরে
নিরুদ্দেশে চলবো ভেসে
তোমার সোনার নায়ে॥

৫

ফুল দিয়ে আর বাঁধবো না (না না না)
গানে গানে আনবো গো
আনবো তোমায় ডেকে।
ভুল ক'রে আর কাঁদবো না (না না না)
সুরে সুরে তোমার পথের চিহ্ন যাবো এঁকে
জানি আমার সুরের পথে
আসবে তুমি বিজয় রথে
বরণ মালা পরিয়ে দেবে তোমার কণ্ঠ থেকে
নয়ন জলে সাধবো না (না না না) ॥
একলা ঘরে বাজিয়ে যাবো বাঁশী
সে সুর তোমায় করবে গো উদাসী—
জানি তখন অলখ হ'তে
আসবে ভেসে সুরের স্রোতে
আসবে সোনার কমল
প্রেমের গন্ধ সুধা মেখে ॥

৬

ওগো প্রিয়তম তুমি কি জানো ?
আজ মোর হৃদয় কমল
প্রথম প্রেম-রঙে রাঙানো ॥
চলেছ আজি ওগো ধেয়ানী
কোন্ সুদূরে নাহিক জানি
পথের ধারে যে ফুটিয়াছে ফুল
তাহার মিনতি আজ না মানো ॥
কোন্ অসীমের আলোক লাগি
তোমারি আঁখি আজ রয়েছে জাগি—
তুমি কি জানো মাটির ঘরে
প্রদীপ জাগে তোমারি তরে
কত রাত জাগে, তবু দীপের শিখায়
তন্দ্রা নাহিক জড়ানো ॥

৭

চাঁদ ছিল আকাশ পারে
ফুলবন দেখেছে তারে
শুধু ভাল বেসেছে রাতের কমল
প্রিয় কেন যে এমন হয় বল ?
শাঙন গগন ভরি
বাদল পড়েছে ঝরি
বনের ময়ূরী শুধু হয়েছে উতল
প্রিয় কেন যে এমন হয় বল ?
যখন ফাগুন আসে
অনুরাগ ফুলবাসে
কোকিলার কুহুতে শুধু ভরে বনতল
প্রিয় কেন যে এমন হয় বল ?
তোমার বাঁশরী রবে
ডাক দিয়েছিল সবে
আমার পরান শুধু হ'য়েছে চঞ্চল
প্রিয় কেন যে এমন হয় বল ?

৮

সেই চম্পাবকুল তলে তোমারে
দেখেছি বনপথে চলিতে চলিতে
ঝরা ফুল মঞ্জরী তুলিতে আঁচলে
সেই চম্পাবকুল তলে ॥
সেই সুন্দর অভিসার লগনে
চাঁদ উঠেছিল বুঝি নীল গগনে
তব অন্তর ছিল প্রেম মগনে
সেই চম্পা বকুল তলে ॥
আমি চেয়েছিনু দুটি ফুল দাও আমারে
তুমি চেয়েছিলে মোর পানে ক্ষণেক হেসে
কাছে এসে কথা ক'য়েছিলে কত না ছলে
সেই চম্পা বকুল তলে ॥
শুধু বকুল কুঁড়ি আর চাঁপার কলি
তুমি মোর হাতে দিয়ে গিয়েছ চলি
'মনে রেখো' এই কথা গিয়েছো বলি
সেই চম্পা বকুল তলে ॥

৯

স্বপন দেশে বাঁধবো নতুন ঘর
এখানে নয় এখানে নয় এখানে নয়
তোমায় আমায় হবে সেথা
নতুন পরিচয় ॥
সেথা নতুন সুরে বাঁধবো বীণাখানি
নতুন ডোরে গাঁথবো মালাখানি
উজাড় করে বিলিয়ে দেবো
যা কিছু সঞ্চয় ॥
মোদের গানের ছন্দ নিয়ে
ঘুম পরীরা নাচবে তালে তালে
গলার মালার গন্ধ নিয়ে
ফুটবে মুকুল দুলবে ডালে ডালে—
আধেক রাতে তোমার অভিসারে
স্বপন দেশে চলবো বারে বারে
নতুন করে হবে মোদের
হৃদয় বিনিময় ॥

১০

বকুল কুঁড়ি পড়ছে যখন ঝরে
বাদল রাতের শেষে
ডাক দিয়েছো আমায় তুমি
দুয়ারে মোর এসে ॥
সেই সে মধুর মেঘলা সকাল বেলা
আমায় নিয়ে নদীর জলে ভাসিয়েছিলে ভেলা
দূর গগনে ডাকছে দেয়া
ফুটছে তখন বনের কেয়া
হেনার গন্ধ আসছে ভেসে
বাদল রাতের শেষে ॥
সেদিন আমার লাগল কি যে ভালো
আমার চোখে সোনার কাঠির
পরশ বুলালো—
তুমি যেন রাজার কুমার ময়ূরপঙ্খী নায়ে
আমায় নিয়ে চলছ তুমি
রূপকথারি গাঁয়ে
বাঁধলে রাখী দখিন হাতের
আন্‌লে মালা পারিজাতের
পরিয়ে দিলে এলোকেশে
বাদল রাতের শেষে ॥

১১

মনে রেখো আজকে রাতের তিথি
আজিকার মধু চন্দ্র লেখা
নিরালা কুঞ্জ বীথি ॥
এই যে গোপনে সযতনে বীণা বাঁধা
তোমারে শোনাতে আধো স্বরে সুর সাধা
এ যে উচ্ছল প্রাণধারা মোর
এ তো নহে শুধু প্রীতি ॥
দূর কাননের চাঁপা বকুলের সুবাসে
আজিকার কথা মনে যেন পড়ে আভাসে—
এই যে তোমারে দিনু কুসুমের রাখী
সাজানু তোমারে চন্দন লেখা আঁকি
এ তো নহে শুধু রূপ অভিসার—
জীবন-বীণার গীতি ॥

১২

সবার মাঝে যে গান গাহি
শুধু সে তোমারে শোনানো
প্রিয় হে সে কি তুমি জানো ?
চিরদিন তোমারে যে চাই
সুরে সুরে তাই বলে যাই
এ তো শুধু গান নয়
অন্তর পরিচয়
প্রেম স্বপন জড়ানো
প্রিয় হে সে কি তুমি জানো ॥
অন্তর হয় যবে বিরহ বিধুর
কণ্ঠে ঝরে মোর ভৈরবী সুর—
অনুরাগে মন যবে দোলে
সুর নদী ছোটে কলরোলে
রস মধুর গীতা
তুমি বুঝিবে কি তা
তোমারি প্রেমে রাঙানো
প্রিয় হে সে কি তুমি জানো ॥

১৩

তোমারি ভালবাসা আমারে করেছে কবি
(আমি) তাই রচি শত গান।
বিরহ বিধুর মিলন মধুর
রঙে রসে অফুরান ॥
গোপন হিয়ায় যত কথা জাগে
নিশি দিন তব অনুরাগে
গানে গানে মোর ফুটে ওঠে সবি
মিছে মান অভিমান ॥
আপনারে আজ চিনেছি আপনি
তোমারি প্রেমে
কবির কবিতা নির্ঝর সম
এসেছে নেমে—
অন্তরে জাগে যত আকুলতা
তোমারি সে প্রেম-বিহ্বলতা
কথা দিয়ে দিয়ে তাই হার গাঁথি
তোমারে করিতে দান ॥

১৪

শত জনমের প্রেম নিয়ে হ'লো
এ জীবন মধুময়,
এ তো শুধু নয় আজিকার পরিচয় ॥
কত মধুরাতে কত যে গান
শুনেছিলে তুমি ভরিয়া পরান
কত স্বপনের সুখস্মৃতি আজো
অন্তর ভরি রয় ॥
শত কামনার রঙে রসে প্রিয়
কণ্ঠের সুর হোল রমণীয়—
যুগে যুগে তুমি নিতি নব রূপে
আমার জীবনে এলে চুপে চুপে
প্রেম সে যে প্রিয় অমরার ফুল
কভু ঝরিবার নয় ॥

১৫

(তুমি) গাঁথবে যখন আমার মালা
মালিনী মোর গেঁথো অনুরাগে।
(শুধু) হাতের পরশ নয়কো তোমার
মনের পরশ একটু যেন লাগে ॥
গলায় যখন দুল্‌বে তোমার মালা
রঙে রসে গন্ধ সুবাস ঢালা
দোলা যেন চিত্তে আমার জাগে ॥
বসন্ত রাত ফুরিয়ে গেলে
কুসুম যদি ঝরে
তোমার কথাই যেন মনে পড়ে—
মালার সাথে দিলে তোমার মন
এই কথাটি জাগ্‌বে অনুক্ষণ
জাগ্‌বে মনে সকল কথার আগে ॥

১৬

জীবন পাত্র ভরে দাও আজি
সুরের ধারায় ধারায়
যে সুর লেগেছে আকাশে বাতাসে
তারায় তারায় ॥
যে সুর শুনিয়া ফুল ফোটে শাখে
নিরালা কাননে বনপাখী ডাকে
তটিনীর জল হয় চঞ্চল
অসীম সাগরে হারায় ॥
চাহিনাকো আমি ধন-জন-মান
ধরার ধূলার মাঝে
তব সুরে সুরে নিশিদিন শুধু
মোর বাঁশী যেন বাজে—
নিতি নব নব ছন্দ লীলায়
কমল ফুটিবে পাষাণ শিলায়
সুরের দীপালি জ্বলিবে উজল
মনের অন্ধকারায় ॥

১৭

চৈতালি চাঁদিনি রাতে
নদীর জলে নিরালাতে
ভাসানু ভেলা কি খেলাতে
বাহিয়া চলিনু দু'জনাতে ॥
আকাশে আলো করে ঝলমল
তটিনীর জল করে টলমল
ঘুমহারা হ'য়ে শাপলা কমল
জেগেছিল আমাদের সাথে
নদীর দুধারে ঘুমন্ত পুরী নিঝ্‌ঝুম
আকাশ পাখী ডাকিছে তখন
"আয় ঘুম, আয় ঘুম"—
জাগিয়া শুধু আমরা দুজন
কানে কানে কত কপোত কূজন
একটি রাতের স্বর্গ মোরা
রচিনু ধরার ধূলাতে ॥

১৮

তুমি আকাশের চাঁদ
আমি মাটির প্রদীপ আলো
ভুল করে তবু তোমারে বেসেছি ভালো ॥
তুমি যে সাগর আমি ক্ষীণ জলধারা
তবুও তোমাতে হ'তে চাই আমি হারা
তোমারি সুনীল রূপ-মাধুরিমা
নয়নে মোর জড়ালো ॥
তুমি যে গুণী ! স্বর তব নিরুপমা—
ভুল ক'রে যদি গান গাহি প্রিয়
আমারে করিও ক্ষমা
অন্তর ভরি গভীর যে ক্ষুধা !
প্রেম সুধা তব ঢালো ॥

১৯

জনম জনম ধরি
মম অন্তর ভরি
রেখেছিনু যার লাগি প্রেম-অমিয়
তুমি কি আমার ওগো সেই সে প্রিয় ?
প্রথম বসন্তে ঘুমন্ত মনে
দোল দিল যে মম মধু সমীরণে
রাঙিয়ে দিল যার উত্তরীয়।
তুমি কি আমার ওগো সেই সে প্রিয় ?
রাতের শেষে আমি দেখি ঘুম ভেঙে
তরুণ তপন নীল নভে ওঠে রেঙে—
সেই আলোতে আমি চিনিনু যারে
সেই তুমি কি আজ এসেছ দ্বারে
চির বল্লভ মম চির বরণীয়।
তুমি কি আমার ওগো সেই সে প্রিয় ?

২০

ওগো গুণী বাজাও শুনি
আমার বীণাখানি
তোমার হাতের পরশ পেয়ে
বাজবে মধুর জানি ॥
সুর যে তোমার ছন্দ-মধুর
ফুলের মত গন্ধ-বিধুর
সে সুর শুনে মুখর হবে
মনের মৌন-বাণী ॥
শুনবে সে সুর শুনবে
গগনে চন্দ্র তারা
রাতের কমল রইবে জেগে
রইবে তন্দ্রাহারা—
নাম না জানা বনের পাখী
নাম ধরে কার উঠবে ডাকি
সেই সুরে সে দেবে গো সাড়া
ছিল যে অভিমানী ॥

২১

গান যে আমার প্রদীপ শিখার মত
তোমার মনে সঙ্গোপনে জ্বলবে অবিরত
আপনাকে সে করবে দহন
আলোর শিখা জ্বলবে তখন
ঘুচিয়ে দেবে রূপ তুলিকায়
মনের আঁধার যত ॥
তোমার অরূপ আঁকবে ছবি
আলোর পরশনে
কালিমা যা রইবে শুধু
আমার মনে—
যদি কখন ঝড়ের হাওয়ায়
প্রদীপ আমার যায় নিভে যায়
তোমার পায়ে পড়বে ভেঙে
চূর্ণ শত শত ॥

২২

চলো নির্জ্জন গিরি গহন পথে
নিরালা নদীর ধারে
গান শোনাবো তোমারে ॥
হেথা দিনের কোলাহলে
সুর থেমে যায়
কণ্ঠের ভাষা ফুরায়
চলো শ্যামল বনছায়ে
দুজনে পায়ে পায়ে
স্বপন দেশের পারে ॥
সেথা শুধু আমি আর তুমি
সুনীল আকাশ মাথার ওপর
পায়ের তলায় বনভূমি—
মুক্তমালা সম ঝরবে
মুক্তধারা—সুন্দরী ঝর্ণা
চন্দ্রালোকে সেই ছন্দময়ী
ঝরবে গো চন্দন বর্ণা
রব সে মায়ালোকে
আবেশ মাখা চোখে
আধেক আলোর আঁধারে ॥

২৩

আকাশে উঠেছে পূর্ণিমা চাঁদ
বনে বনে দখিন হাওয়া
আজ রাতে কোন কথা নয়
আজ শুধু চোখে চোখে চাওয়া ॥
এই যে মধুর পরম লগন
মোর জীবনের পরম স্মরণ
অন্তর বীণায় মৌন যে সুর
সেই সুরে হবে গান গাওয়া ॥
প্রিয় হে এসো মোর
না-বলা-বাণীর উৎসবে
মনের মুখর পাখী মৌন রবে—
এসো মধুরাতে প্রেম ঝুলনায়
তুমি আর আমি দুলি দুজনায়
মধু মিলনের মধুর বাণী
নীরবে হবে চাওয়া পাওয়া ॥

২৪

আজিকে মধু রজনী,-

জাগো মালবিকা
জাগো রূপশিখা
হে অভিসারিকা
জাগো জাগো
ধনি ॥

আনো বীণাখানি প্রেম সুরে বাঁধো
মোর প্রিয় নামে ডাকো আধো আধো
জাগো ছন্দিতা
জাগো অনিন্দিতা
নূপুর ঝঙ্কারি
সুরে সুরে
রণি ॥

চাঁদের রূপ রাগে ফুল রাঙা কাননে
রাঙা হাসি আনো আনমিত আননে—
আমার অন্তর আজি কুসুমিতা
তব প্রেম সৌরভে ওগো মোর মিতা
ফুলের দোলনায়
দুলিব দু'জনায়
কণ্ঠে দোলায়ে শুধু
প্রেম নীল
মণি ॥

২৫

নদীর বালুচরে
চাঁদের আলো ঝরে
চলো সেথা যাই দুজনে।
চখা ও চখী সম
হে মোর প্রিয়তম
নিশি জাগি মধু কূজনে॥
রূপালি আলোছায়া
আনে স্বপন মায়া—যেখানে
প্রেমের পরিচয়
পরান বিনিময়—সেখানে
সুনীল নভো হ'তে
নামিবে আলো স্রোতে
মাটির স্বরগ বিজনে॥
তোমার সুর নিয়ে
আমার সুর দিয়ে
রচিব নব নব গীতালি
প্রেমের সৌরভে
নীরবে অনুভবে
তোমাতে আমাতে মিতালী
এমন মধুরাতি
হে মোর প্রিয়সাথী
ভুলিব না দোঁহে জীবনে॥

২৬

রিম্ ঝিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্
বৃষ্টি আসে আস্থক না
বাইরে চলো শ্যামল মাঠের কোলে।
বকুল ডালে দোলনা বেঁধে তুল্‌ব তালে তালে রে
বনের লতায় কুস্থম যেমন দোলে ॥
ভিজে হাওয়ার পরশ যদি
লাগেই গায়ে লাগুক না
বনের পথে চলবো ঘাসে ঘাসে
মেঘের গায়ে বিজলী চমক
জাগেই যদি জাগুক না
ভয় কি? তুমি রইবে পাশে পাশে
ডাকবে দেয়া ফুটবে কেয়া ফুটবে কদম গাছে রে
নাচবে ময়ূর কাজরী গানের বোলে ॥
মুক্ত পাখী যেমন ওড়ে
হাল্কা হাওয়ার গান গেয়ে
তেমনি স্থরে গাইবো বাদল রাতে
বর্ষা রাতের মুখর আঁধার
আস্থক বনের পথ ছেয়ে
আমরা দুজন রইবো সাথে সাথে
মেঘলা রাতে উঠবে তুফান এই মিলনের লগ্নে রে
প্রেম যমুনা বইবে কলরোলে ॥

২৭

নদী জলে ছল ছল ঢেউ জাগে জাগে রে
সেই সুরে আজ গান গাই রে।
বনতলে ঝলমল চাঁদ জাগে জাগে রে
অন্তরে এ কি সুর পাই রে॥
বকুলের গন্ধে দখিনার ছন্দে
কোকিলা আনন্দে ডাকে রে
সেই সুরে যূঁই ফুল, চম্পা মালতী ফুল
ছুলিছে দোতুল তুল শাখে রে॥
সে দোলায় টলমল দোল লাগে দোল লাগে রে
যেন আজ নিজেরে হারাই রে॥
ফেলে দিয়ে সব কাজ
বোসো মোর পাশে আজ
নাহি থাক ফুলসাজ আভরণ
স্বপ্নের সুষমায়
আঁখি পল্লব ছায়
হোক প্রেম-মদিরায় আলাপন
অন্তরে যে কমল অনুরাগে জাগে রে
সেই রূপ আর কোথা নাই রে॥

২৮

কত যে দীপ জ্বেলেছি হায়
হে আলোর পিয়াসী
কত যে ফুল গেঁথেছি হায়
হে কুসুম বিলাসী ॥
কত যে মুখর শ্রাবণ রাতে
ঘুম আসে নাকো নয়ন পাতে
সে কি তুমি জানো হে নিরুপম
হে বাদল তিয়াসী ॥
কত সুর হায় বেঁধেছি বীণায়
হে মোর গুণী
বিফলে ঝরেছে সে সুরের সুরধুনী—
প্রথম প্রভাতে হে প্রিয়তম
তুমি যে আমার অরুণ সম
অলখে তোমার রূপের জোয়ার
কমলেরে দেয় বিকাশি ॥

২৯

আমার ঘুম ভাঙালে ভোরের পাখী
উদাস করুণ সুরে
সেই সুরে মোর ঘুমানো হিয়ার
বিরহী যে জন মরিছে ঘুরে ॥
না বলা সেই মরম বাণী
স্মরণে আমার দিল যে আনি
না পাওয়া সেই বন্ধু আমার
ডাক দিল আজ মরম পুরে ॥
গানের পাখী না জানি কেমনে
স্বপন বুলায় নয়ন কোণে—
ভুলে যাওয়া মোর কত যে স্মৃতি
কত যে কথা কত যে গীতি
দোল দিল আজ মরম দোলায়
এল সে কাছে যা ছিল দূরে ॥

৩০

চাঁদের রাতে আকাশ জাগে
জাগে বনভূমি
আমি জাগি আর জাগো তুমি ॥
আজকে রাতে তন্দ্রা ভোলো
গোপন হিয়ার দুয়ার খোলো
প্রেম ঝুলনায় বারেক দোলো
অন্তর উঠুক কুসুমি ॥
শুকনো পাতার বাজিছে নূপুর
মঞ্জুগীতি গায় দখিনা
নদী নির্ঝরে ছল ছল স্বরে
জল নটিনীর বাজে বীণা—
বিরহ রাতের স্বপন ভাঙাও
অনুরাগ রঙে আমারে রাঙাও
তব প্রেম মধুকর গুঞ্জরিছে
অন্তর নবদল চুমি ॥

৩১

তব লীলায়িত চঞ্চল হাতে
বাজিছে মম মনোবীণা
সে সুর শুনি হে প্রিয় গুণী
তোমাতে হতে চাই লীনা ॥
বাজিছে বীণা ছন্দে ছন্দে
শিহরে তনুমন কী আনন্দে
জীবন লতায় ফুটিল মুকুল
যে ছিল ধূলি-মলিনা ॥
সুরের সাগরে ফোটে যে কমল
অনুরাগ রঙে ঝলমল ঝলমল—
তোমার চরণ মঞ্জীরে
জাগাল ভীরু তনুটিরে
মনের আকাশ নিরুপমা হোল
যে ছিল রূপ-বিহীনা ॥

৩২

বন্ধু আমার বন্ধ করো না গান
মিলন রজনী হয়নিকো অবসান ॥
চাঁদেরে স্মরিয়া রজনীগন্ধা কহে
তারি সুর নিয়ে সমীরণ ঐ বহে
রাতের প্রদীপ এখনও জাগিয়া রহে
বীণায় এখনও সুর আছে অফুরান
বন্ধু আমার রহিবে না পাশে যবে
তোমারি এ গান অমর হইয়া রবে—
যদি কভু রহ পরবাসে দূরদেশে
ভুলে যেও তুমি ভুলে যেও ভালবেসে
তখনি স্মরণে জাগিবে করুণ হেসে
আজিকার সুর তোমারি এ শেষ দান ॥

৩৩

আজ বাঁশী নিয়ে একলা ঘরে রইব না
শেষ হলো মোর রঙীন সুরের জাল বোনা ॥
সুরে সুরে ডাক দিয়েছি যারে
এল সে আজ বুঝি আমার দ্বারে
পথের পারে ঐ যে তাহার
চরণ ধ্বনি যায় শোনা ॥
বাঁশী আমার বাজবে আজি
নতুন ছন্দ গীতে
অভিসারের চঞ্চল নিশীথে—
বাহির হব আজকে আঁধার রাতে
বাজিয়ে বাঁশী চলব দু'জনাতে
জানি আমি পথের শেষে
সকল কালো হবে যে গো সোণা ॥

৩৪

তুমি চাঁদ হ'য়ে প্রিয়

এলে যবে নীল আকাশে

আমি ফুল হ'য়ে বনে

দুলেছিনু ফুল বাতাসে ॥

নিরালা কানন পারে

জোছনার শতধারে

ডাক দিলে গো আমারে

গোপন আভাষে ॥

তুমি গেছ প্রিয় হারায়ে

নিশি প্রভাতে

আমি ঝরে গেছি অভিমানে

পথ ধূলাতে—

তুমি আবার আসিয়া গগনে

চেয়েছিলে ফুল কাননে

আমি নাই বলে ঘন মেঘ কোলে

লুকালে মনের হুতাশে ॥

৩৫

আজি মাধবী রাতে কেন বাদল ঝরে
সখি আসিবে সে কি ভেবে মরি যে ডরে ॥
নীল গগন তলে ছিল চাঁদের লেখা
ছিল স্বপন মাখা বন রূপালী রেখা
কেন বরষা মেঘে
নভো আধার করে ॥
সখি তাহারি লাগি
রচি বাসর শয়ন
ফুল মালিকা গাঁথি
আঁকি কাজলে নয়ন—
মোর কনক বাতি নিভে পূবালী বায়ে
কোথা শয়ন সাথী আসে গোপন পায়ে
দূর নীপের বনে
কেকা কাঁদিয়া মরে ॥

৩৬

শাঙন রাতের শ্যামল পীতম
আসলে তুমি অন্ধকারে
দীপ নেভা মোর একলা ঘরে
ডাক দিয়েছো বন্ধ দ্বারে ॥
অঙ্গনে মোর নামল তখন
বাদল বেলার অঝোর ঝরণ
পূবের হাওয়া পাগল হোল
সজল যূথীর গন্ধভারে ॥
বন্ধু তোমার ব্যথায় ভরা
বিফল অভিসার
অশ্রু হ'য়ে ছুলছে আমার
চক্ষে বারে বার—
যদি কখন বাদল ঝরে
তাকাই আমি পথের পরে
অভিমানী তোমায় স্মরি
সুরের ছন্দহারে ॥

৩৭

গানের বলাকা ভেসে যায় প্রিয়
তোমারি কাছে
তোমারি প্রেমের সুধার ধারা
নিতুই যাচে ॥
তুমি কি জাননা তোমার লাগি
বাতায়নে দীপ রয়েছে জাগি
আঁধারে আমার কুটীর দুয়ার
হারাও পাছে ॥
হার মানা এই প্রেম-মণি-হার
মনে আনে সেই রূপ-অভিসার—
মিলন মালিকা নিতি প্রিয় গাঁথি
বাসর জাগিয়া ফুল শেজ পাতি
ফুলের লাগিয়া আকাশের চাঁদ
জাগিয়া আছে ॥

৩৮

পথের দু'ধারে যে কুসুম ফোটে
সে আমারে ভালবাসে
আনমনে তারে নিয়ে করি খেলা
অলস লীলা বিলাসে ॥
ফুল সাথে প্রেম এই মোর ভাল লাগে
তারি রূপে রূপে মোর অনুরাগ জাগে
তারি সে গন্ধ বিধুর স্বপন
হৃদয় আকাশে ভাসে ॥
জানি জানি আমি ক্ষণিকের এই খেলা
তবু কেটে যায় সারা জীবনের বেলা
ক্ষণ বসন্ত ! জানি জানি শেষ হবে
ঝরা ফুলদলে মরণের উৎসবে
তবু ভালো লাগে সুন্দর এই
ধরণীর মায়া-পাশে ॥

৩৯

আরো গান আরো কথা আছে বাকি
এখনো আকাশে চাঁদ, ঘুমায় রাতের পাখী ॥
মিলন বাসরে যে ফুল ছড়ানো
সুরভি তাহার রয়েছে জড়ানো
হৃদয় পাত্র সুধায় ভরানো
নয়নে দিতেছে আঁকি ॥
নিশীথ প্রদীপ এখনও রয়েছে জাগিয়া
তোমার আমার মধুর মিলন মাগিয়া—
সব দিয়ে তবু আরো দিতে চাই
মনে হয় যেন নিজেরে হারাই
ভুলে যাও যদি তবু ক্ষতি নাই
স্মৃতিটুকু রাখিব ঢাকি ॥

৪০

তোমারে যে ভালবাসি
এই মোর অভিমান
তাই নিয়ে প্রিয় আমি
রচিয়াছি শত গান ॥
যবে আসে মধুরাতি
বীণাখানি মোর সাথী
কণ্ঠ ভরিয়া মোর
সুর ঝরে অফুরান ॥
যদি দূরে যাও ক্ষতি নাই
তবুও তোমার নাম লয়ে শুধু
অকারণে গান গাই-
চাঁদ ওঠে প্রিয় যবে
ফুল ফোটে অনুভবে
মন যমুনায় জাগে
ছল ছল কলতান ॥

৪১

আমি ফুল দিয়ে যাই সুর নিয়ে যাই
একি এ মধুর খেলা।
শুধু দেয়া নেয়া চাওয়া আর পাওয়া
মিলন বিরহ বেলা॥
তুমি যেন গিরি নির্ঝর ধারা
আমি ছুটে চলে যাই পাগল পারা
তোমারি উচ্ছল ছল ছল জলে
ভাসাই পাতার ভেলা॥
জানি জানি প্রিয়তম শুকাবে কুসুম
ভেঙে যাবে মোর রমণীয় ঘুম—
তবু কোনদিন কোন অভিমান
জাগিবে না চাহি কোন প্রতিদান
ফুল দিয়ে যাবো শুনিব না গান
আসিলে বিদায় বেলা॥

৪২

হে বিজয়ী ! এবার তোমার
হলো যাবার পালা
বিদায় বাঁশীর সুর উঠেছে
শূন্য গানের ডালা ॥
অস্তাচলের তীরের তলে
অরুণ সোণার কিরণ-ঝলে
শেষ পূরবীর করুণ কাঁদন
আকাশ বাতাস ঢালা ॥
সকল খেলা ফুরিয়ে গেল
শেষ হোল সব চাওয়া
উৎসব দীপ নিভিয়ে দিল
চৈত্র শেষের হাওয়া—
যাত্রার পথ আজ অশ্রু পিছল
আনন্দময় দুঃখেরি ছল
কণ্ঠে তোমার দুলিয়ে দেবো
শেষ ফাগুনের মালা ॥

৪৩

নিশি ভোরে জেগে দেখি
তুমি নাই তুমি নাই।
রাতের তারা মাগিছে বিদায়
ধরণীরে বলে যাই যাই ॥
ছিনু যবে ঘুমঘোরে
গেলে চলে না ব'লে মোরে
বাঁধিলে যে ফুলডোরে
ধূলাতে কাঁদিছে বৃথাই ॥
মিলন প্রদীপ ঘুমায়ে পড়েছে
শিয়রে জাগিয়া জাগিয়া
মধুর মিলন মাগিয়া—
রচিনু যে কথা গান
আজ হোল কি সব অবসান
মরমের এই অভিমান
বুঝিলেনা প্রিয় তাই ॥

৪৪

সব কথা তুমি না শুনে
গিয়েছো চলে
ফুল না ফুটিতে
মুকুল গিয়েছো দলে ॥
প্রদীপ নিভায়ে নিশি না পোহাতে
চলে গেছ তুমি সে আঁধার রাতে
শেষ কথাটিরে যাওনি
আমারে বলে ॥
অলখে কখন থেমে গেছে সুর
তাই তব অভিমান
জেনে গেলে নাকো
গান ছিল অফুরাণ—
মিলন আবেশে অলস নয়নে
ঘুমায়ে পড়েছি মধুর স্বপনে
অন্তর মাঝে জেগেছিল
প্রেম যমুনা যে কলরোলে ॥

৪৫

যবে আধেক রাতে
ছিনু স্বপন ঘোরে—
তুমি গিয়েছো চ'লে
প্রিয় না ব'লে মোরে ॥
যত না-বলা বাণী
ছিল হিয়ায় ভরি,
আজ অশ্রু হ'য়ে
প্রিয় পড়িছে ঝরি,
মিছে বাঁধিয়া গেলে
শত কামনা ডোরে ॥
মোর বিজন ঘরে
ছিল নিভানো বাতি
তুমি গোপন পায়ে
গেলে জাগার সাথী—
শুধু যাবার বেলা
মোর শিয়রে এসে
তব মালিকা হ'তে
দিলে কুসুম কেশে
আজো শুকানো সে ফুল
আছে স্মরণ তরে ॥

৪৬

তুমি বারে বারে
যাও যে দূরে চ'লে।
আমায় তুমি নতুন ক'রে
ফিরে পাবে ব'লে॥
শীতের হাওয়ায় কাঁদাও ধরণীরে
বাসন্তী রঙ আন্‌বে বলে ফিরে
বৈশাখী মেঘ তুমিই ঝরাও
শাঙন রাতের কোলে॥
যুগে যুগে এই তো তোমার লীলা
ফুলের বুকে আঘাত হানো
গলাও পাষাণ শিলা—
মরুর জ্বালা তুমিই হানো
চন্দন বায় তুমিই আনো
ক্ষণে ক্ষণে তুমিই দোলাও
অশ্রু হাসির দোলে॥

৪৭

ফুল দিতে যদি ভুল হ'য়ে যায়
যেন ভুলো নাকো মোরে।
তোমার কাননে ফুরালে ফাগুন
বাঁধিব কুসুম ডোরে॥
আসিয়া তোমার দুয়ার তলে
যদি চলে যাই নিঠুর ছলে
মনে রেখো দূরে বাঁশরীর সুরে
ডাকিব নামটি ধরে॥
যদি ভুলে যাই মধুরজনীর
মাধুরিমা রূপ-লিখা
জেনো প্রিয় মনে তব গৃহকোণে
জ্বালিব প্রদীপ-শিখা—
যদি গো তোমার সাগর কূলে
তরণী ভিড়াতে যাই গো ভুলে
কূলহারা হ'য়ে ভেসে যাবো আমি
তোমারে স্মরণ ক'রে॥

৪৮

আমি যাবো যবে হারায়ে
আমার সমাধি পরে
তব নয়নের একটি অশ্রু
বারেক যেন না ঝরে ॥
বিরহ ব্যথায় তোমারি কাঁদনে
আমিও কাঁদিব মাটির বাঁধনে
অনল জ্বালা দহিবে আমার
অশান্ত অন্তরে ॥
ফুল দিয়ো শুধু ফুল দিয়ো প্রিয়া
ধরণীর বনফুল
তোমারি প্রেমের সেই হবে সমতুল—
সুরভি তাহার রহিয়া রহিয়া
প্রেম-সুধা রসে ভরিবে এ হিয়া
শত বিরহের বেদনার ভার
রহিবে না ক্ষণতরে ॥

৪৯

যদি আসে কভু বিস্মরণের বেলা
ভুলিব না তবু আজিকার এই খেলা ॥
আকাশের চাঁদে রজনীগন্ধা হেনা
ডাকিয়া কহিছে কভু তারে ভুলিবে না
স্মরণীয় রবে এ মধু মিলন মেলা ॥

জীবনের পথে ঘটে যদি পরমাদ
জেনো তুমি মোর অন্তরে আছে সাধ—
জীবনের স্রোতে যদি দূরে যাই
কূলছাড়া হ'য়ে নিজেরে হারাই
তোমারে স্মরিয়া ভাসাবো পাতার ভেলা ॥

৫২

ব্যথা দাও বলে
কে বলে তোমায় নিরমম
জানি তুমি প্রিয়
প্রিয়তর হ'তে প্রিয়তম ॥
অন্তরে মম দিবস রাত
দাও তুমি প্রিয় যত আঘাত
ততই আমারে টেনে লও কাছে
বন্ধু মম ॥
আমার চলার পথে যে কাঁটা
বিছায়ে চরণ রাঙাও
সে রঙে আমার ফুলের নেশার
স্বপন ভাঙাও—
নয়নে দিয়েছো নয়ন বারি
তাইতো তোমায় ভুলিতে নারি
অশ্রুকণা যে তোমার প্রেমের
স্মরণ সম ॥

৫৩

আমার দুঃখদিনের অনল শিখায়
রাঙবে হৃদয় যবে
তোমার আসার সময় তখন হবে ॥
ফুলের মুকুল ঝরবে যখন কানন ভূমে
শুষ্কবনের কুঞ্জবীথি রইবে মরণ ঘুমে
ফুল ঝরানোর বাঁশী যখন
বাজবে করুণ রবে।
তোমার আসার সময় তখন হবে ॥
জানি আমি ব্যথার রঙে মন রাঙেনি
তাইতো প্রিয় তোমার ডাকে ঘুম ভাঙেনি—
চাওয়া পাওয়া আজো আমার হয়নি সারা
তাইতো তোমায় ডাক দিয়ে আজ পাইনে সাড়া
শূন্য হাতে যখন পথে চল্‌বো সগৌরবে।
তোমার আসার সময় তখন হবে ॥

৫৪

আমায় তুমি করলে কাঙাল
সকল ভাবে।
তবু তোমার বিরহে কি
দিন ফুরাবে॥
পথের ধূলায় ধূসর হ'ল
চরণ দুটি
দুঃখ রাতের রক্ত কমল
উঠলো ফুটি
তবু কি মোর নয়ন দুটি
তোমায় হারাবে॥
আর কতদিন শূন্য দেউল তলে
গাঁথবো মালা অশ্রুজলে–
এবার এস দেবতা মোর
সুন্দর হে
অভিসারের লগ্ন এলো
সমারোহে
না পাওয়া মোর হৃদয় তোমায়
ফিরিয়ে পাবে॥

৫৫

তুমি নাই বলে কাঁদিছে বনের মেয়ে
ঝরা ফুলদলে শুকনো পাতার
মর্ম্মর গান গেয়ে ॥
চৈত্র রাতের শেষে
ধূলি ধূসরিত বেশে
চেয়ে আছে অনিমেষে, তব পথ পানে চেয়ে ॥
ফিরে এসো অভিমানিনী
কাঁদিছে বিরহ যামিনী—
কার সাথে হ'ল পরিচয় ?
কত রাতি হ'ল মধুময় ?
স্মরিয়া সে কথা বনময়
বেদনায় গেছে ছেয়ে ॥

৫৬

ভুলে যাও প্রিয় ভুলে যাও অভিমান
হারানো দিনের বেদনা বিধুর গান ॥
মধুরাতি এলো ফিরে
আর দূরে যেওনাকো
সেই সে পুরানো সুরে
প্রিয় নাম ধরে ডাকো
সোনার স্বপন হয়নিকো অবসান ॥
জীবন পাত্র কাণায় কাণায় ভরা
তবু মনে আছে অসহ পুলক
দাও প্রিয় দাও ধরা—
গানে গানে মধুনিশি
আজিকে মুখর হবে
এস হে সুরের রাজা
আমারি এ উৎসবে
কণ্ঠের সুর আজো আছে অফুরাণ ॥

৫৭

ঝরা চামেলি বনে
চাঁদ ডুবে যায় শেষ রাতে
তাইতো আমার সুর থেমে যায়
ক্লান্ত এ বীণাতে ॥
বিদায় বাঁশরী বাজিছে হায়
শুকতারা ডাকে আয় ফিরে আয়
গলার মালার ফুল ঝরে যায়
যাবার বেলাতে ॥
ওগো এ পথিক মিনতি রাখো
পুরাণো সুরে বারেক ডাকো—
এ মধুরাতি যখনি পোহাবে
সকলি সুধা তখনি ফুরাবে
চরণ চিহ্ন আপনি মিলাবে
পথের ধূলাতে ॥

৫৮

ও সে এমন রাতে
মোর আঙিনাতে
গোপনে এসেছিল।
প্রথম প্রেমের
স্বপন ছবি
নয়নে এঁকেছিল ॥
রাতের আঁধার নীরব নিঝুম
নয়নে আমার ছিলনাকো ঘুম
সেই নিরালায় ছিনু দু'জনায়
কী যে ভালো লেগেছিল ॥
আকাশে তখন তৃতীয়ার চাঁদ
উঠেছে সবে
রাতের কমল চোখ মেলে চায়
সগৌরবে—
মিলন ভীতু এ হিয়া মম
ঝড়ের রাতের পাখীর সম
তাহারি হাতে হাতখানি মোর
দুরু দুরু কেঁপেছিল

৫৭

রজনীগন্ধার বনে প্রিয়

দেখা হোলো যে লগনে

সাগর জলে জোয়ার ছিল

চাঁদ ছিল নীল গগনে ॥

ফুটেছিল দুটি ফুল নিরালায়

গন্ধ মন্দির মৃদু বায়

বকুল শাখে দুটি পাখী

ছিল যে আবেশ মগনে ॥

বন মর্ম্মর সাথে

বাতাসের হয়েছিল মিতালী

ছলছল নদীজলে

তালে তালে বেজেছিল গীতালি

তরুরে ঘিরে মাধবীলতা

কয়েছিল কত কথা

তুমি আর আমি শুনেছিনু

নীরবে নিরজনে ॥

৬০

হারাণো রাতের চাঁদ এলো ঐ ফিরে
জাগায়ে আমার মধু সন্ধ্যার
রজনীগন্ধাটিরে ॥
পরবাসী প্রিয় ফিরে এস আজ
মোর লাগি পরো অভিসার সাজ
গাহন করিতে আমার গোপন
হৃদয় তীর্থ নীরে ॥
বারে বারে হেসে মোর কাছে এসে
যে ফুল চেয়েছো তুমি
সেই ফুলে আজ মধুময় হোল
আমার কাননভূমি—
ফুল জাগে চাঁদ জাগে আজ রাতে
জাগো জাগো প্রিয় জাগো মোর সাথে
জাগিয়াছে আজ রাতের কোকিল
নিভৃত নিরালা নীড়ে ॥

৬১

আধো আলো আধো ছায়াপথে
বনের জ্যোছনায়
দেখা হয়েছিল তোমায় আমায় ॥
আজ সেই কথা পড়ে মনে
চাঁদের আলোর সনে
তুমি নাই শুধু তুমি নাই
আর সবি আছে হায় ॥
সেই ফুল দোলে আজিও
ফুলের শাখায়
রূপালি আলো আজিও
স্বপন মাখায়—
শুধু বনপথে বাজেনাকো আর
চরণ নূপুর মধু ঝঙ্কার
সেই সে লগন পথ আলাপন
স্মরণ পারে মিলায় ॥

৬২

ঝরিছে বাদল অঝোর ধারে
গভীর রাতি
নিদ্রাবিহীন ছুটি আঁখিতারা
খুঁজিছে সাথী ॥
আজি এ সিক্ত উতলা বাতাসে
অজানা কি এক বেদনা যে ভাসে
বাহিরে আঁধার ! ঘরেও আমার
নিবেছে বাতি ॥
নিবিড় গগনে গুরু গরজনে
কাঁদিছে দেয়া
আজি এ নিশীথে হ'ল না যে মন
'দেয়া ও নেয়া'—
অন্তর খোঁজে অন্তরতম
শূন্য শয়নে প্রিয় সাথী সম
বাহির ভুবনে মুখর বাদল
উঠেছে মাতি ॥

৬৩

সেই মেঘ সজল ছল ছল
বাদল বেলায়
শ্যামল বঁধূ মোর ডেকেছিলো
কোন সে খেলায় ॥
প্রথম প্রণয় শঙ্কিত হিয়াতলে
রূপ কাহিনীর সুন্দর মণিদীপ জ্বলে
নন্দন বন মধু চন্দন বায়ে
চিত্ত দোলায় ॥
সেদিন আমি যেন মালবিকা
গোপন অভিসারে বারে বারে
জ্বলে উঠেছিল রূপ-শিখা—
আমার মনের রেবা নদীর তীরে
মেঘের মৃদঙ্গ বেজেছিলো গুরু গম্ভীরে
স্বপন কুমার মোর এসেছিল
সোণার ভেলায় ॥

৬৪

কথা ছিল এমনি ফাগুণ দিনে
তোমার পায়ের চিহ্ন পড়বে প্রিয়
আমার শ্যামল তৃণে ॥
আমি হারিয়ে যদি যাই
সকল জনার মাঝে
তোমায় ভুলে যাই
দিনের সকল কাজে
আগের মত তেমনি আমায়
লবে তুমি চিনে ॥
ভুলিনিকো আজো মনে আছে
হার মেনেছি সেদিন তোমার কাছে—
দুয়ার খুলে তাই তো জাগি
অভিসারের স্বপ্ন লাগি
এবার তোমায় হার মানাবো
নেবো তোমায় জিনে ॥

৬৫

ঝরা পাতার পথে
চৈতালী রাত যায় চ'লে।
শেষ রাতে মোর
শেষ কথাটি যাও ব'লে ॥
যত গান যত ভাষা
যত আশা ভালবাসা
কামনা প্রদীপে
এখনও যে প্রিয় ওঠে জ্ব'লে ॥
তোমার গানের ঝরনা তলার ধারে
বেঁধেছিনু ঘর এসেছিনু অভিসারে—
আজ কিগো সবি মিছে ?
পড়ে রবে সবি পিছে ?
মালার কুসুম
না ফুটিতে কেন যাও দ'লে ॥

৬৬

যে গান লেগেছে ভালো
সে কি তব মনে নাই
অনাহত বীণা ধূলায় মলিনা
পড়ে আছে প্রিয় তাই ॥
সেদিন সে রাতে মোর বাতায়ন পাশে
হেনার গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসে
আধো রাতে আজিও তার
মধুর সুরভি পাই ॥
সেকি শুধু মোর ক্ষণ-বসন্ত বুঝি
আকাশ তাহারে পায় না আজিকে খুঁজি-
ঝরে গেছে ফুল
থেমে গেছে সুর
কাছে থেকে যেন
রচে কোন্ দূর
মানেনাকো মন তবু অকারণ
তোমারি সে গান গাই ॥

৬৭

তোমার বাঁশী ধূলায় পড়ে
আমার বীণা তাই'ত সুর হারা
কেকার ধ্বনি শেষ হয়েছে
নামল না তাই শ্রাবণের ধারা ॥
তাইত আমার ফুল কাননে
মুকুল ঝরে অভিমানে
সন্ধ্যাতারা সজল আঁখি
বিদায় বিধুর ভোরের শুকতারা ॥
মোর কাননের পারুল পলাশ
বলেছিলো 'তোমায় ভালবাসি'
তুমিত' নাই তারাও নাই
বসন্ত যে হোল উদাসী—
চৈত্র শেষের বেদন বাজে
মনের মাঝে সকল কাজে
আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে
আলোর কমল পায় না
তোমার সাড়া ॥

৬৮

রিনি ঝিনি রিনি ঝিনি
মঞ্জীর বাজে
মঞ্জুল সুরে মনোমাঝে ॥
ফিরে চলে যায় বিদেশিনী
মনে হয় যেন চিনি চিনি
এলো আজ অভিসার সাজে ॥
ছিল সে কোন স্বপন পারে
ভুল করে এল আজ আমার দ্বারে
মাধবী রাতের মুখর পাখী
চেনা সুরে আজ উঠেছে ডাকি
সুর শুনে মরি প্রেম লাজে ॥

৬৯

সারাজীবন এমনি করে
দুঃখের গান গেয়ে যাই
তাইতো তোমায় প্রিয় পাই ॥
আমার ব্যথার সাগর তীরে
জানি তুমি আসবে ফিরে
হে বিজয়ী বারে বারে
হার মেনেছি তাই ॥
পায়ে চলার পথের মাঝে
পেলাম যাহা কিছু
উজাড় ক'রে দিলাম তোমায়
চাইনে ফিরে পিছু—
তাই তো তুমি চিনলে মোরে
বাঁধলে আমায় প্রেমের ডোরে
কাঙাল আমায় কে বলে গো
তুমি আমার নাই ॥

৭০

আজো আমার মনকে দোলায়
সেই সে সোণার দিনগুলি
শুক্লা রাতের রূপ জোয়ারে
আজো ভুলে ঘুম ভুলি ॥
ঝরা পাতার মর্ম্মর সুর
উঠলে রণি
আজো ভাবি তার পায়ের ধ্বনি
কণ্ঠে আমার সেই পথিকের
চির-চেনা সুর তুলি ॥
শাখায় শাখায় যখন মাখায়
শেষ গোধূলির সোণা
তখন আমার হয় যে সুরু
স্বপ্নের জাল বোনা—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না দুই চোখে
পরশ যেন বুলাল কে
আধেক রাতে হঠাৎ জেগে
পথ পানে চাহি দ্বার খুলি

৭১

রুমা ঝুমা ঝুম্ ঝুম্
　　বাদল ঝরে
কার কথা মোর মনে পড়ে ॥
গুরু গুরু ডাকে ঘন দেয়া
ঝুরু ঝুরু ঝরে বন কেয়া
বন্ধ হলো বুঝি খেয়া
　　কাল বোশেখীর ঝড়ে ॥
এমন দিনে কত কথা
　　বলেছিনু নিরালায়
জানি না সেদিন পথভোলা
　　ফিরিবে না সে তো হায়-
তমাল বনে ডাকে কেকা
বন্ধুর নাহি মোর দেখা
অন্ধকারে আমি একা
　　দীপ নিভে যায় যে ঘরে।

৭২

বাসন্তিকার বাজল বাঁশী
বিহ্বল বকুল বনে
মোর মঞ্জুলিকা মঞ্জরী গো
মুঞ্জরিল মনে ॥
প্রিয়তম হে, প্রথম প্রেম পরশে
রূপশিখা রাঙিল রঙে রসে
নলিন নীলাঞ্জন নিবিড় হোল
নিদ্রাহারা নয়নে ॥
চন্দ্র সুধা চাহে চকিত আঁখি
চঞ্চল চিত্ত চকোর
অসহ আবেশে অকারণে
অশান্ত অন্তর মোর—
দখিনার দোলনায়
দোয়েলা দোল দিয়ে যায়
কুহরে কোকিল কুহু কুহু
কৃষ্ণচূড়ার শাখায়
শ্যামল সুন্দর স্মরণ তব
সুষমা মাখায় স্বপনে ॥

৭৩

রাতের প্রদীপ নিভে যাবে তোর
শেষ হবে মধুরাতি
কেন নিশি জাগো
মিলন মালিকা গাঁথি ॥
এ যে শুধু ওগো মিছে মরুমায়া
স্বপনের খেলা শুধু আলোছায়া
কেন এ বিলাস বাসর শয়ন পাতি ॥
চন্দন বন গন্ধ মদির
নয়নানন্দ শোভা
আঁখি পল্লবে স্বপন মাধুরী
সবি আছে মনলোভা—
যে তনুলতা আজ নবনীতা
প্রেম হিল্লোলে হ'লো কুসুমিতা
ধরণী ধূলায় মিলাবে জীবন সাথী ॥

৭৪

কবে তুমি প্রিয় পাওনি সাড়া
(মোরে) বারে বারে ডেকে ডেকে।
অভিমানে আজ গেলে ফিরে
তাই আমার ত্নয়ার থেকে ॥
কত যে কথা গোপন হিয়ার
নিরালাতে মোর ছিল বলিবার
সকল বাণী আজ নীরব করে
একটি কুসুম গেলে রেখে ॥
তুমি গেলে আজ অভিমান ত্নখে
কুসুম তোমার আঘাত হ'য়ে
রয়ে গেল মোর বুকে—
তুমি আছ কোন পরবাসে
আমি চেয়ে আছি পথ পাশে
মনেরি ভুলে যদি পড়ে গো মনে
(তাই) ফুলে ফুলে পথ দিছি ঢেকে ॥

৭৫

সেই তো মাধবী রাতি এসেছে ফিরে
শুধু এলেনাকো তুমি
কুসুমিতা হোল আমার কানন ভূমি ॥
সেই তো আমার ফুলবনে
ফাগুণ জাগিল ক্ষণে ক্ষণে
মালতী ফুলের মুকুল ফোটালো
সেই মধুকর চুমি ॥
নদী নির্ঝরে কলকল স্বরে
সেই গান ওঠে আজি
বনের বাঁশরি সেই সুরে ওঠে বাজি—
আকাশের চাঁদ নয়ন মেলি
আজিও হেরিছে বন চামেলি
রঙে রঙে আজো মনের বিতানে
মুকুল ওঠে কুসুমি ॥

৭৬

যে বীণা বাজিয়ে গেলে মোর স্বপনে
তারি সুর ভুলতে নারি জাগরণে ॥
যে ছবি রূপ তুলিকায়
এঁকেছো মনের পাতায়
সে আজি দোল দিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে ॥
যে পাখী রাত পোহাতেই গেছে ডেকে
সারাদিন সুরটি তাহার গেল রেখে—
যে কুসুম ফুল কাননে
ফুটেছে নিরজনে
তবু তার গন্ধ ভাসে সমীরণে ॥

৭৭

তোমার চরণ চিহ্ন ধ'রে
পথ যে আমার কাঁদে
আমার অবুঝ মন মানে না
ফেলেছো কোন ফাঁদে ॥
ওগো আমার পথিক প্রিয় কখন তুমি এলে
সাড়া দেবার আগেই তুমি কখন গেছ চলে
মালা আমি গেঁথেছিনু
সেদিন কত সাধে ॥
এক নিমেষের সেই যে বারেক দেখা
তারি মধুর স্বপ্ন নিয়ে ডাকছে কুহু-কেকা—
ভুল করে হায়, যদি আবার ফিরেই তুমি আস
পথের ধারে ফুটবে সে ফুল যে ফুল ভালবাস
তারা ঝরবে না গো ভুলে যাওয়ার
নিঠুর অপরাধে ॥

৭৮

মন নিয়ে একি খেলা
হে লীলা কিশোর প্রিয়
চির চঞ্চল চির-চাওয়া
চির বন্ধু বরণীয় ॥
মোর হারানো হিয়ার পথে
তুমি এসেছিলে জয় রথে
তুমি চকিতে মিলালে
পরশিনু যবে প্রেম উত্তরীয় ॥
জানি এতো শুধু জলহারা মেঘ
শুধু আলোছায়া দোলা
তবুও আমার মনের ময়ূরে
করে প্রিয় উতরোলা—
আমি অভিমান ভরে যবে
কাঁদি নিরালা নীরবে
তুমি অশ্রু মুছায়ে দূর কর মোর
বেদনা অসহনীয় ॥

৭৯

পথের ধারে ফুলের মত
তোমার সাথে আমার পরিচয়
সেইটুকুতে জীবন আমার
হ'ল মধুময় ॥
রূপ ছিল না ছিল না মোর গন্ধ
তোমার বীণায় লাগল না তাই ছন্দ
ক্ষণেক তরে চাইলে শুধু
করলে মোরে জয় ॥
হঠাৎ আসা দখিন হাওয়ার মত
দলগুলি মোর ফুটিয়ে দিলে শত—
সে কথা হায় রইল নাকো মনে
হারিয়ে গেল পথের আলাপনে
পথের ধূলায় ধূলায় তোমার
চরণ চিহ্ন হ'ল ক্ষয় ॥

৮০

তোমার পায়ে চলার পথের ধারে
আমি কান পেতে রই বারে বারে ॥
আমি শুনব যখন
তোমার চরণ ধ্বনি
বুকের বীণা উঠবে রণি
মনের কমল উঠবে ফুটে
গন্ধ সুধার ভারে ॥
তোমার আমার সেই লগনে
আমার মতন জাগবে গো চাঁদ
নীল গগনে—
নিরালাতে যে ফুল ঘুমায়
দুলবে গো সে দখিন হাওয়ায়
রঙের জোয়ার লাগবে মনে
তোমার অভিসারে ॥

৮১

সেই সন্ধ্যায় তুমি যে আমায়
বলেছিলে ভুলিবে না
আকাশে তখন তৃতীয়ার চাঁদ
বনে ফুটেছিল হেনা ॥
তারায় তারায় মেঘ বলাকায়
সেই কথা হলো জানাজানি
ফুল বীথিকায় রূপ জোছনায়
সেই কথা হলো কানাকানি
বেঁধেছিলে ফুল রাখী দখিন হাতে
বলেছিলে খুলিবে না ॥
আজ আমি তব কাছে নাই
ভুলে গেছ সব কথা
ভুলে গেছ সেই ফুলের শপথ
শেষ হলো আকুলতা—
যত গীতগান ছিল অফুরাণ
হয়েছে আজ সে নীরব
নাই সে স্বপন প্রেম আলাপন
থেমে গেছে সেই অনুভব
পথের সাথীর পথ ফুরালে
মন কভু ভুলিবে না ॥

৮২

পথ চলিতে চলিতে চলিতে
ক্ষণিকের পথ-আলাপন
আজো মনে আছে মনে আছো গো
যেন সে সোণার স্বপন ॥
ছিনু বনফুল আমি পথের ধারে
জানিনা সেদিন কেন চিনেছো তারে
তোমারি রাঙা মৃদু পরশ প্রিয়
পেয়েছি ফিরে যেন হারানো রতন ॥
পথ হ'য়ে গেছে শেষ
চলে গেছ কোন পরবাসে
তবু কেন সেই ছবি
বারে বারে স্মরণে আসে—
আজো জাগে মনে মধুর আশা
শুনিব তোমার সেই পায়ের ভাষা
হয়ত এ পথে তুমি ফিরিবে আবার
আমার ফুলের দিন হলে সমাপন ॥

৮৩

যদি আবার দেখা হয়
সেই বকুল তলে
সেই কথাটি বলবো গানের ছলে
যে কথাটি লুকিয়ে ছিল
সেদিন বুকের তলে ॥
সেই সেদিনের ভীরু মনের কলি
রঙে রসে আজ চঞ্চলি
আনন্দে আজ হৃদয় দোলা
ছুলছে পলে পলে ॥
তাই বকুল বনে চলি ক্ষণে ক্ষণে
বন্ধু যদি হঠাৎ আসে অকারণে—
মনের বীণা রেখেছি আজ বেঁধে
গোপন গানের রেখেছি সুর সেধে
যে সুর নিয়ে ভ্রমর আসে
রঙীন শতদলে ॥

৮৪

মনে রাখার দিন গিয়েছে
এলো এবার বিস্মরণের বেলা
ফুল ফোটানোর পালা শেষে
সুরু হোল ফুল ঝরানোর খেলা ॥
শুক্লা রাতের শেষে এল তিমির ঘন রাতি
নাইকো সাথে জাগার মম সাথী
অভিমানে অশ্রুসজল নয়ন ছুটি মেলা ॥
আজকে শুধু মিছেই পথ চাওয়া
মিছেই শুধু ফুলের সুবাস
মিছেই দখিন হাওয়া—
হারিয়ে যাওয়া মন যে আমার
আজকে এল ফিরে
চাওয়া পাওয়া শেষ হোল মোর
ব্যথার অশ্রুনীরে
বনকুসুম মধুহারা ধূলায় হেলা ফেলা ॥

৮৫

যাবার বেলা দিয়ে যাবো কারে
আমার গলার মালা
ব্যথার কুসুমে রহিল আমার
অশ্রু শিশির ঢালা ॥
কে রাখিবে আর মোর অভিমান
প্রিয় মিলনের দিন হোল অবসান
মরম সাথী আজ নিরমম
কে বুঝিবে মরম জ্বালা ॥
বলিবার যে কথা ছিল গোপনে
হোল না বলা রহিল মনে—
নিভেছে প্রদীপ বাতায়নে মোর
অভিমানে শুকায় গাঁথা ফুলডোর
ফাগুন শেষে এলো মন-বিতানে
ফুল ঝরানোর পালা ॥

৮৬

আমার বাঁশীর প্রথম যে সুর
বেজেছিল ক্ষণে ক্ষণে
তুমি শুধু শুনেছিলে নিরজনে ॥
সে সুরের চঞ্চল ছন্দে
চিত্ত বীণায় দোল দিয়েছিল কি আনন্দে
সেই সুরে বেঁধেছিলে মনের বীণা
আনমনে সেকি অকারণে ॥
সুরলোকের লীলাকিশোর
সেই সুরে গেঁথেছিলে প্রেম ফুল ডোর—
সে মালার একটি কুসুম
নয়নে এনেছিল গন্ধ সুধায়
রমণীয় ঘুম
সে ঘুম আমার নিবিড় হোল
মধু স্বপনে সেকি অকারণে ॥

৮৭

শাঙন ধারা নামবে যেদিন
তোমার আঙিনায়—
সেদিন ওগো পরাণ প্রিয়
ডাক দিয়ো আমায় ॥
ফুল ফোটানো ফাগুন রাতে
তোমার কুঞ্জ মাঝে
আসতে আমি চাইব না কো
রঙিন ফুলসাজে
ঝড় বাদলে আসব আমি
আসব বাদল ধারায় ॥
ফুল দীপালির উৎসবেতে মিলবে অনেক মিতা
আমিই শুধু রইব তোমার গাইতে দুখের গীতা—
তোমার ঘরে জ্বালবে যেদিন
সবাই সুখের বাতি
সেদিন আমার একলা ঘরে
কাটবে আঁধার রাতি
প্রদীপ হাতে আসব আমি
আসব দুখের নিশায় ॥

৮৮

এ পথে যখনই যাবে বারেক দাঁড়ায়ো ফুলবনে,
(শুধু) দু'হাত ভরিয়া দেবো ফুল।
তার বিনিময়ে কভু চাহিব না কিছু এ জীবনে,
নত আঁখি রহিবে ব্যাকুল ॥
পাষাণ প্রতিমা পূজি
কে কবে পেয়েছে প্রতিদান ?
তার লাগি মিছে অভিমান
তোমারে দেবতা করি রাখিব দূরে
বন্ধু ভাবিয়া কভু হব না আকুল :
যদি জাগে কোন প্রিয় সাধ
যদি জাগে কোন ভালবাসা
অন্তরে নীরব রহিবে
ফুটিবে না কোন তার ভাষা—
দুকূল ভরিয়া যদি
নেমে আসে চোখে মোর জল
মনে কোরো সে তো মোর ছল
তোমারে বাঁধিতে পারি কি আছে আমার ?
মনে কোরো সব কিছু ভুল
(শুধু) দু'হাত ভরিয়া দেবো ফুল ॥

৮৯

ফুল নয় ফুল নয়
শুধু তব আঁখিজলে
নীরবে দাঁড়ায়ো ক্ষণেক তরে
আমার সমাধি তলে ॥
তোমারি বিরহী হিয়ার কাঁদনে
আমিও কাঁদিব মাটির বাঁধনে
অলখে দুজনে মিলিব বিজনে
অশ্রু খেলার ছলে ॥
ফুল সে তো ক্ষণিকের
ঝরে যায় নিশিপ্রভাতে
সকরুণ বিরহের সুর
নিশিদিন বাজে হিয়াতে—
সব হারানোর বেদনার অমিয়
এক ফোঁটা নয়নের জল শুধু হে প্রিয়
আমারে স্মরিয়া ক্ষণেক ঢালিয়ো
বাঁধিয়ো না কুসুম দলে ॥

৯০

আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়
মনে পড়ে মোরে প্রিয়
আমি চাঁদ হ'য়ে রবো আকাশের গায়
বাতায়ন খুলে দিয়ো ॥
সেথা জ্যোছনার আলোর কনিকা
জেনো সে তোমারি প্রেমের মণিকা
(প্রেমের) কলঙ্ক সাথে জড়ায়ে রয়েছে
আঁখি ভরে নিরখিয়ো ॥
ভুলি নাই প্রিয় ভুলি নাই
খুলি নাই রাঙা রাখী
মুছি নাই প্রেম চন্দন লেখা
দিয়েছো যা ললাটে আঁকি—
চৈত্র দিনের অলস বেলায়
যদি গানখানি মনে পড়ে হায়
ঝরানো পাতার মর্ম্মর গানে
সে সুর-গীতি শুনিয়ো ॥

৯১

ওপারের বাঁশী ডাকে

পিছে পড়ে রহে এপারের খেলাঘর

বাঁধন টুটিয়া যায়

এক হয়ে যায় সকল আপন পর ॥

অশ্রু হাসির নিতি নব সুর

কাছে থেকে যেন মনে হয় দূর

অসীম সাগরে মিশে যায় বালুচর ॥

দিবা স্বপনের যত ছায়াছবি

রাতের কবিতা গান

সব হোল অবসান—

যত সঞ্চয় যত কিছু লভি'

যত অপচয় মিছে মায়া সবি

শুধু ভাঙাগড়া খেলে লীলাসুন্দর ॥

৯২

আজি যাবার বেলায়
বাঁধিনু কুসুম রাখি
শুকালে সে ফুল
আমারে ভুলিবে নাকি ॥
যাবে তুমি দূরে যবে
আমারে মনে কি রবে
দেবে কি দেবে গো সাড়া
সেই নামে যদি ডাকি ॥
কত বার কত ছলে
শুনিলে সে প্রিয় গান
সকলি কি শুধু প্রিয়
হয়ে যাবে অবসান—
অনেক বলা যে বাণী
স্মরণে দেবে কি আনি
আধেক রাতে যদি কাননে
ডাকে গো পাখী ॥

৯৩

বেলা যে ফুরায় আঁধার ঘনায়
মোর দ্বারে কেন এলে পান্থ
কী গান শোনাব তোমারে প্রিয়
বাঁশরীর সুর হোল ক্লান্ত ॥
ফাল্গুন নাহি মোর কুসুম বনে
সুরভি নাহি আজ মৃদু পবনে
কাননে কূজন হয়েছে নীরব
বিহগ কাকলী আজ শ্রান্ত ॥
সন্ধ্যাতারা ঐ মেঘের ফাঁকে
পূরবী সুরে আজ আমারে ডাকে—
চৈত্র দিনের শেষ গোধূলি
চলার পথে রাঙালো ধূলি
আজ কেন এলে পথের সাথী
পথ চলা হলো অবসান তো ॥

৯৪

যে আমার সুর ভুলেছে
তারি তরে মিছেই গান গাওয়া
যে আমার পথ ভুলেছে
তারি তরে মিছেই পথ চাওয়া ॥
যে আমার কুসুম কলি
অবহেলে গেছে দলি
তারি লাগি কুসুম ফোটায়
মিছেই দখিন হাওয়া ॥
আপন হাতে নিভালো যে
প্রদীপ শিখা
তারি তরে মিছেই জ্বালি
দীপ কণিকা—
যে আমার সাগর তীরে
আসবেনা কো জানি ফিরে
সারাবেলা তারি তরে
মিছেই তরী বাওয়া ॥

৯৫

চাঁদ ভোলেনি মোরে
আজও ওঠে নীল গগনে
ফুল ভোলেনি মোরে
আজও ফোটে সেই কাননে।
প্রিয় হে তুমি শুধু গেছ ভুলে ॥
নদী নির্ঝর কলতান
গাহে আজ সেই চেনা গান
ছলে ওঠে কূলে কূলে।
প্রিয় হে তুমি শুধু গেছ ভুলে ॥
কোকিলের কণ্ঠে আজো সেই
চেনা গান বাজে
সে তো ভোলেনি প্রিয় সে তো ভোলেনি
তবু তমাল শাখে বাঁধা মাধবী লতা
সে বাঁধন আজো খোলেনি—
আজো আছে মধুমাস
রঙে রসে উচ্ছ্বাস
কুঞ্জবীথি ভরা মঞ্জু ফুলে ॥

৯৬

স্মরণের সোণার পাতায়
আনমনে লিখিনু যে বাণী
প্রিয় তব গানের ভাষায়
কেমনে তা আনিলে না জানি ॥
যে স্বপন রাতের মায়ায়
ঘনায়েছে চোখের ছায়ায়
ও নয়নে ভাসে সেই ছবি
হেরি আমি অবাক যে মানি ॥
দোলা দিয়ে যায় ফুলবনে
মধু সমীরণ
আজি হেরি তোমারি কাননে
তারি শিহরণ—
যে সুরের মধুর রণন
বেজেছিল বুকে অনুক্ষণ
সেই সুরে হে প্রিয় আমার
বাঁধিলে যে মনোবীণাখানি ॥

৯৭

আকাশের বুকে চাঁদ জেগে রয়
কোন্ সে সুদূর পারে
ধরণীর কোলে কল-কল্লোলে
সাগর খুঁজিছে যারে ॥
পূর্ণিমা রাতি ফিরে আসে যবে
সাগরিকা যেন বোঝে অনুভবে
দু'কূল ভাসায়ে চলে সে আকুলা
ব্যাকুল বিরহ ভারে ॥
চাঁদ নিভে যায় নিবিড় আঁধারে
ঘনায় কৃষ্ণতিথি
সাগরের জলে বাজেনাকো আর
অনুরাগ রাঙা গীতি—
মাধুরী মাখানো এই মধুমায়া
বিরহ মিলন এই আলোছায়া
অশ্রু হাসির এই যে লীলা
ফিরে আসে বারে বারে ॥

৭৮

তোমারে যে চিরদিন
স্মরণে আনিবে প্রিয়
এমন কিছু দিয়ো ॥
দেবদাসী কাঁদে মন্দিরতলে একা
দেবতার নাহি দেখা
হে পাষাণ কও কথা
ভাঙো ভাঙো নীরবতা
বল্লভ বরণীয় ॥
তুমি যাহা দিলে আমারে
সে শুধু স্বপন রূপছায়া
ভুলায়েছে প্রিয় তোমারে—
তাই সব কিছু আজ হারায়ে
আছি দেউল তলে দাঁড়ায়ে
রিক্ত এ প্রাণে পরশিয়ো শুধু
প্রেম উত্তরীয় ॥

৯৯

তোমা হ'তে প্রিয়, প্রিয়তর তব
তোমার স্মরণখানি।
ভুলেছ আমারে রেখে গেছ শুধু
তোমার না বলা বাণী॥
ফেলে যাওয়া মালা, ভুলে যাওয়া গান
অকারণে সেই শত অভিমান
সে শুধু আজিকে স্বপন কুহেলি
নয়নে দিতেছে আনি॥
তুমি চঞ্চল লীলা সুন্দর
চপল তোমার লীলা
জানিগো জানি হৃদয় তোমার
কঠিন পাষাণ শিলা—
তাই সে মধুর স্মরণ ফুলে
গাঁথিয়া মালা আছি যে ভুলে
ক্ষণিকের প্রেম অমর হ'য়ে
মরণে রহিবে জানি॥

১০০

কবে যে গান গেয়েছিনু
সে কথা শুধায়োনা মোরে।
শুধু মনে রেখো তারি সে সুর
আজো অন্তর আছে ভ'রে॥
ভুলেছি সেই রাতের কথা
প্রথম প্রেমের আকুলতা
শুধু মনে আছে বেঁধেছিলে
রাঙা কুসুম ডোরে॥
সোণার সেই সে হারানো দিন
দিনে দিনে সব হয়েছে লীন—
শুধু এ মনের গহন তলে
স্মরণের মণি প্রদীপ জ্বলে
তুমি চলে গেছ আমি চলি আজ
চরণ চিহ্ন ধরে॥

১০১

নদীর দুধারে ঢেউ দুল দুল
বালুচর গেছে ভেসে
শেষ ফাগুনের ঝরা-ফুল-দল
ধূসর ধূলায় মেশে ॥
যত ছিল গান যত ছিল সুর
জীবন বীণায় হোল যে বিধুর
মধু যামিনীর শত রূপ আজ
কাঁদে বিরহিণী বেশে ॥
মুখর কবির শত গীত গান
রুদ্ধ কণ্ঠে হ'ল অবসান—
নিভে গেলো দীপালির আলো
মিলনের মেলা সকলি ফুরালো
অশ্রু রাগিনী বেজে ওঠে ঐ
ব্যথিত বিরহ দেশে ॥

১০২

ওরে আমার ঘুম ভাঙানো চাঁদ
আবার কেন জ্যোছনা ঝরাও আমার বাতায়নে ?
ফুরিয়ে গেছে আমার সকল সাধ !
বন্ধু কোথায় হারিয়ে গেছে নেইকো আমার সনে
ও রজনীগন্ধা আমার
তুই তো জানিস কতই সোহাগে
সব কুঁড়ি তোর দিয়েছিনু
তার সে হাতে কতই অনুরাগে
না জানি আজ কিসের অপরাধ !
বিনিময়ে পেলাম শুধু অশ্রু দু'নয়নে ॥
বাসর প্রদীপ গেছে নিভে
জানেনা সে আমার সকল কথা
গানের বীণা গেছে থেমে
সুর হারিয়ে পায় সে আজি ব্যথা—
ভেঙেছে মোর অভিমানের বাঁধ !
মরমী কই ?   মনের কথা বলবো কাহার সনে ?

১০৩

আমি বন্ধুবিহীন একা আঁধার ঘরে
বাহিরে বাদল ঝরে
ঝর ঝর অবিরল ধারে ॥
মোর তন্দ্রাবিলীন আঁখি
আজি স্বপ্ন সুষমা মাখি
বন্ধুর পথ চেয়ে
অঝোরে ঝুরিয়া মরে ॥
নয়ন ধাঁধে বিজলী লেখায়
নিরালায় আমি একা
বাহিরে কাঁদিছে কেকা—
শাঙন কাঁদে ফুলবনে
নয়ন কাঁদে নিরজনে
দূর পরবাসে বন্ধু কি মোর
কাঁদিছে আমার তরে ?

১০৪

এমন রাতে আমারে শোনাতে
গেয়েছিলে কত প্রেম গান
আজ কেন মিছে অভিমান ॥
সেই রাতি এসেছে ফিরে
সেই রূপ দিল ধরণীরে
সেই বন পুষ্পিত মধুকর ঝঙ্কৃত
সেই নির্ঝর কলতান ॥
আজো তোমার সুরের লাগি
বিরহী হিয়া উঠেছে জাগি—
ভুল বুঝে তুমি কোরো নাকো ভুল
অন্তর হবে যে গো ব্যাকুল
কুঞ্জে মম নিয়ে এস প্রিয়
সেই অভিসারের অভিযান

১০৫

তুমি আমায় ডাক দিয়ে যাও
দুঃখ দেওয়ার ছলে
তাইত' তোমার পাইনে সাড়া
আমার বুকের তলে ॥
অন্তরেতে লুকিয়ে থাকো
আঘাত দিয়ে আমায় ডাকো
পিছল পথে চলতে শেখাও
চোখের জলে জলে ॥
পথের মাঝে ঘনিয়ে যেদিন
আসবে গো আঁধার
সেদিন হবে তোমার অভিসার—
বন্ধু আমার দিন ফুরালে
রইবে না আর অন্তরালে
দুঃখ সেদিন কুসুম হ'য়ে
দুলবে আমার গলে ॥

১০৬

সকরুণ বীণা বাজায়ো না
অশ্রু শিশির মালিকায় সখি
আজ মোরে সাজায়ো না ॥
আকাশের বুকে চাঁদ করে ঝলমল
মেলো সখি আজ অন্তর শতদল
প্রেম স্বপনের মধুময় নীড়
ভাঙিও না সখি ভাঙিও না ॥
একদিন সখি ফিরে পাব তোমা
এই আশা মনে জাগে
নূতন করিয়া রচিব তোমায়
নব প্রেম অনুরাগে—
না চাহিতে মোরে দিলে
যত বনফুল
সে তো নহে খেলা সে তো নহে
প্রিয় ভুল
বিদায় বেলার ব্যথার রঙেতে
ও নয়ন তব রাঙায়ো না ॥

১০৭

যে ব্যথা দিয়ে গেলে
সে যে মধুর
তাই তো আমার মরম বীণায়
জাগিল যে সুর ॥
এই কথা বারে বারে জানি
হার মানালে হার মানি
কাছে থেকে রচিয়াছ দূর ॥
জানি প্রিয় এ তো শুধু ভুল
অলখে ফোটে প্রেম মুকুল—
ছলনার আজ মেঘে মেঘে
অনুরাগ রঙ ওঠে জেগে
স্বপন আনে যেন ইন্দ্রধনুর ॥

১০৮

আমায় তুমি ভুলতে পারো
কেমন করে ভুলবে আমার গান ?
অভিসারের লগ্ন যাবে
সুরের স্মৃতি রইবে অফুরাণ ॥

আধেক রাতে স্বপ্ন টুটে
বাজবে সে গান মর্ম্ম পুটে
আমি তখন হারিয়ে গেছি
বীণাখানি ধূলায় পড়ে ম্লান ॥

হারিয়ে যাবে সকল কথা
দিনের সকল কাজে
আমায় তুমি ভুলবে জানি
সকল জনার মাঝে—

এ গান শুধু পড়বে মনে
রইবে যখন সঙ্গোপনে
যাবার বেলায় এইটুকু মোর
রইল শুধু মধুর অভিমান ॥

১০৯

শুকতারা গো নিয়োনা বিদায়
এখনও ঝরেনি শেফালী
এখনও রয়েছে শেষ রজনীর
ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ রূপালী ॥

এখনও ঘুমায় পীতম আমার
ঘিরিয়া থাকুক রাতের আঁধার
কত সাধে জ্বেলেছি যে হায়
বাসরের রূপ-দীপালি ॥

শুকতারা গো ! তুমি গেলে
পোহাবে রাতি
কোথা রবে মিলন সাথী—
বিদায় ব্যথা তুমিত' জানো
যেয়োনাকো মোর এই
মিনতি মানো
কত সাধে রচিনু যে হায়
রঙে রসে সুর-গীতালি ॥

১১৩

তুমি চেয়েছিলে শুধু মোর কাননের ফুল
আমি তার সাথে মন দিয়েছিনু
বল প্রিয় এ কি ভুল ॥

বেঁধেছি প্রিয় কুসুম ডোরে
সে কুসুম হায় পড়েছে ঝ'রে
নয়ন পাতায় আজিকে ঘনায়
অশ্রু দোদুল্ দুল্ ॥

ফুলের বাঁধনে ছিলে তুমি বাঁধা
সে বাঁধন গেল টুটে
মনের বাঁধন কঠিন যে হ'ল
আমার মর্ম্মপুটে—

একথা আজ জান কি তুমি
মরণ ঘুমে কানন ভূমি
মনের যমুনা ছোটে শুধু আজ
হারায়েছে তার কূল ॥

১১১

কত যে গান রচিনু হায়
তোমারে শোনাতে
কত যে সুর বাঁধিনু হায়
আমার বীণাতে ॥
গাঁথিয়াছি হায় কত যে ফুল
সে কি শুধু মোর ভুল ?
কত মধুরাতি ফিরে যায়
তুমি নাই মোর সাথে ॥
হে মোর মনের মিতা !
তোমারি লাগিয়া মধুময় হলো
কত গীতি-কবিতা—
সে কি শুধু হায় স্বপনসম
হে প্রিয়তম হে নিরমম !
মরুর মাঝে বাঁধিনু ঘর
মেঘের মায়াতে ॥

১১২

যে কথায় মম হৃদয় রাঙাও
সে কি শুধু প্রিয় কথার কথা ?
তবে কেন মিছে ভাঙিলে আমার
অভিমান ভরা নীরবতা ॥

নয়নে আমার যে স্বপন আনো
মিলন মদির আবেশ জড়ানো
সে কি শুধু তব অলস মনের
ক্ষণেকের তরে আকুলতা ॥
তোমার চোখের চাওয়ায় যে নেশা
সে কি হরিণীর মরুমায়া মেশা—

তোমার মালার কুসুম সুবাস
সে কি ক্ষণিকের রাতের বিলাস
সে কি শুধু সব ভুল ?   তোমার অবুঝ মনের
সে কি শুধু ব্যাকুলতা ?

১১৩

ভুলে যেও তবু
আমারে চেয়ো না ভোলাতে
ভুল ভেঙে গেলে
তুলিব অশ্রু দোলাতে ॥
প্রেম নাহি দিলে রবে শুধু অভিমান
প্রেম অভিনয় অসহ যে অপমান
সহিব বিরহ বেদনার ঢেউ তোলাতে ॥
এ জীবন যদি
যায় যাক্ শুধু কাঁদিয়া
তবু রেখো নাকো
মিছে মায়াডোরে বাঁধিয়া—
নিশীথের চাঁদ পায় নাকো নিশিগন্ধা
সুরভি বিলাতে তবু সে কত সানন্দা
কি হবে ছলনা ? হৃদয় দুয়ার খোলাতে ?
তবু আমারে চেয়ো না ভোলাতে ॥

১১৪

কাছে এলে শুধু
বোলো ভালবাস মোরে
দূরে চলে যেতে
রাখিব না মিছে ধ'রে ॥
জানি কিছু নয় সব অভিনয়
তবু মনে হয় কত মধুময়
জানিতে চাহি না কোন পরিচয়
বাঁধিতে কুসুম ডোরে ॥
কি জানি কেন এ মায়া অনুরাগে
কেমনে জানাবো কেন ভাল লাগে—
জানি সব ভুল তবু দুটি কথা
দোলা দেয় মনে জাগে আকুলতা
মনে হয় যেন শুধু মধুরতা
ভুবনে উঠেছে ভ'রে ;
(শুধু) বোলো ভালবাস মোরে ॥

১১৫

তুমি যে ভালবেসেছিলে
সে যেন রূপকথা।
সে যেন গভীর রাতের মায়া
স্বপন বিহ্বলতা ॥
সে যেন মরুর মরীচিকা
আলেয়ার মত রূপশিখা
সে তো শুধু ভুল
সে তো নহে ফুল
শুধুই কাঁটার ব্যথা ॥
ভুলিনি সে মধুরাতের গান
মনে আছে প্রিয় সবি
বুঝিনি তখন সে মধু স্বপন
সকলি যে ছায়াছবি—
সে যেন জলের আল্‌পনা
সে যেন কবির কল্পনা
সে যেন হঠাৎ দখিন হাওয়ায়
বনের মর্ম্মরতা ॥

১১৬

ভুলেছি তোমারে অনেক বেদনা সহি
আজ কেন মোরে
ডাকো নাম ধ'রে, অকারণে রহি রহি ॥
সোণার সেদিন ফেলিয়া এসেছি পিছে
আজ কেন তারে মনে রাখো প্রিয় মিছে
ভুলে যাওয়া যত কথা
কেন মিছে যাও কহি ॥
হারানো দিনের সেই প্রিয় মধুগান,
কণ্ঠ বীণায় হ'য়ে আছে আজও ম্লান—
তোমারে ঘিরিয়া যত স্মৃতি-ছবি
মনে হয় আজ রাতের স্বপন সবি
তুমি যারে মন দিয়েছিলে প্রিয়
সে তো আমি নহি নহি ॥

১১৭

আমি তো চাহিনি
মণি-মুকুতার হার
এ তো নহে সুখ
এ যে বেদনার ভার ॥
কালের দেবতা একি খেলা নিতি তব
ফিরে লও মোর এই রূপ বৈভব
এই আভরণ নব রূপ সজ্জার ॥
যাহা দিলে মোরে এ যে মিছে মায়া সবি
রঙে রঙে আঁকা স্বপনের ছায়া ছবি—
ভুলালে আমারে এ কোন মায়ায়
দোলা দিলে প্রাণে আলো ও ছায়ায়
ক্ষণিক মোহের
ফিরে লও সম্ভার ॥

১১৮

ওরে শেষ করে দে
খেলাঘরের ভাঙা-গড়া খেলা
পথের বাঁশী বাজে
এবার হলো যাবার বেলা ॥
ঐ যে রঙের ঝর্ণাধারা
ঝরছে শতধারে
ঐ যে মধুর ছন্দ-গীতি
আকাশ বীণার তারে
ওযে মধুর স্বপ্ন শুধু
ছায়া ছবির মেলা ॥
নদীতে ঐ লাগল জোয়ার
খেয়া পারের ঘাটে
দিনের খেলা শেষ করে ঐ
ব'সল রবি পাটে—
যা পেলি তুই জীবন ভ'রে
সবি যে রে মিছে
চলরে সোজা আঁধার পথে
রাখরে সে সব পিছে
ওরে ধূলার মাণিক হোক না কেন
ধূলায় হেলা ফেলা ॥

১১৯

প্রেম যদি মোর অপরাধ প্রিয়
জেনো অপরাধী আমি
ক্ষমা চাহি নাকো সহিব দুঃখ
দিবস যামী ॥
তুমি চাঁদ হ'য়ে রূপময় কর নীলিমা
মোরে দিলে শুধু শত কলঙ্ক কালিমা
ফুল নিয়ে যদি দাও তার কাঁটা
তবু তব অনুগামী ॥
ফিরায়েছো তুমি জানি জানি প্রিয়
আমারে
ভুল হয়ে যায় তবু যাই কাছে
বারে বারে—
মন যে আমার মানে নাকো মানা কিছুতে
জানি মায়া তবু মনমৃগ ছোটে পিছুতে
সিংহাসনের আসন খুঁজিতে
পথের ধূলায় নামি ॥

১২০

এক বনের ভেতর সোণার মেয়ে পাতার ঘরে থাকে
রাজার কুমার হঠাৎ এসে ডাকে তারে ডাকে ॥
বলে, হারিয়ে গেছে পথটি আমা'র
তেপান্তরের মাঠের কোলে এসে
কেমন করে ফিরব বলো দেশে—
এই বলে সে মাটির দাওয়ায় চরণ দুটি রাখে ;
সোণার মেয়ে অবাক হয়ে থাকে ॥
সোণার মেয়ে বলে 'আহা শুকিয়ে গেছে মুখ
ননীর গায়ে ঝরছে কত ঘাম
(বল) কি ভাই তোমার নাম ?
মাটীর কলসীতে আছে পদ্মদিঘীর জল
ভয় কি তোমার আছে বনের ফল
সন্ধ্যা হোল আজকে রাতে নাই বা গেলে তুমি'
দৈত্যপুরের আঁধার ঢাকে দূরের বনভূমি ;
রাজার কুমার রাত পোহালো চাঁদের দিকে চেয়ে
ভাবে মনে কে রূপসী চাঁদ না সোণার মেয়ে—
সকাল বেলায় রাজার সেপাই
ছেলের খোঁজে এসে
বনের ভেতর দেখতে পেল শেষে ;
রাজার কুমার বলে তখন-হারাইনিকো
ছিলাম ভালো বনে
মনের মত পেয়েছি মোর 'কণে
(তোমরা) চুপি চুপি জানিয়ে দিও 'মাকে'.
দেখে শুনে সোণার মেয়ে অবাক্ হ'য়ে থাকে ॥

১২১

সে আমাদের বাংলাদেশের মেয়ে
তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালায় সন্ধ্যা এলে ছেয়ে
শাঁখা সিঁদূর কোন সে বধূর দামী সবার চেয়ে ?
সীতা সতী সাবিত্রীদের
জীবন ব্রত হলো যাদের
ধন্য হলো পতির পুণ্য চরণ ধূলি পেয়ে।
সে আমাদের বাংলা দেশের মেয়ে॥
কোন সে দেশের কিশোরীরা
শিবাণী হয় শিবের পূজায়
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী সমা
বেহুলা হয় স্বামী সেবায়—
কাহার স্বামীর ভিটের মাটী
সোণার চেয়ে হ'ল খাঁটি
কল্যাণী কোন শান্তিময়ী
আছে এ দেশ ছেয়ে।
সে আমাদের বাংলা দেশের মেয়ে॥

১২২

জল দাও জল দাও
তৃষিত তাপিত শুষ্ক ধরার
দগ্ধ হিয়া জুড়াও ॥
বহিছে মরুর উষ্ণ বাতাস
যেন জ্বালাময়ী ফণিনীর শ্বাস
মেঘহীন নভে নব আষাঢ়ের
মেঘ মৃদঙ্ বাজাও ॥
ক্লান্ত কপোত শীর্ণশাখায়
মৃত্যু প্রহর গোনে
শ্যাম বনানীর ধূসর ম্লানিমা
বেদনার গান শোনে—
পথ প্রান্তর প্রান্তসীমায়
নদী নির্ঝর এক হ'য়ে যায়
ধরণীর কানে শ্রাবণ ধারার
ঝর ঝর গান গাও ॥

১২৩

চলে অভিসারিকা বৃক ভানু বালিকা

চলে গোপঝিয়ারী রাধা।

গগনেতে ঘনঘটা চমকে বিজলী ছটা

চোখেতে লাগিছে তার বাঁধা ॥

চপল চরণে রাই ধনি যে চলে

শ্যাম পাগলিনী রাই ধনি যে চলে—

কঠিন কঙ্কর ঘায়ে ব্যথা বাজে রাঙা পায়ে

চরণে চরণে পড়ে বাধা

শাঙনের ধারা ঝর ঝর ঝরে

কেতকী কদম কানন শিহয়ে

কমলিনীর বসন তিতিল

নবঘন মেঘে অঝোর ঝরণে

কমলিনীর বসন তিতিল—

গুরু গুরু ঐ মেঘের মাদলে

দাদুরী ডাকিছে কাজরী বোলে

নব জলধর গগনেতে হেরে ময়ূরী পেখম খোলে

ঐ ময়ূরী নাচে

ধারা বরিষণে ময়ূরী নাচে—তেমনি রাধার হৃদয় নাচে

শ্যাম দরশন পাবার আশে তেমনি রাধার হৃদয় নাচে

পূবালী হাওয়াতে দোলে নীল অঞ্চল

যেন বন-হরিণী চলে চঞ্চল—বাধা না মানে—

শ্রীমতী আজ বাধা না মানে

শ্যামল বঁধুর পরশ লাগিয়া

শ্রীমতী আজ বাধা না মানে ॥

১২৪

আমার মন চাহে না পূজাঞ্জলি
দিতে চরণ তলায়
ফুল যা আছে মালা গেঁথে
পরাতে চাই গলায়॥
ওগো আমার প্রেমের ঠাকুর
তোমার হাতের বাঁশরীর সুর
নিত্য আমার অন্ধ মনে
প্রেমের প্রদীপ জ্বালায়॥
সাধ জাগে মোর দেউল ছেড়ে
এস আমার ঘরে
আমার দুটি নয়ন বহুক
তোমার নয়ন পরে—
শূন্য হাতের প্রণাম রেখে
মন ভরে না তোমায় ডেকে
অভিসারের স্বপ্ন দেখি
জীবন পথের চলায়॥

১২৫

পথের বাঁশী ডাক দিয়েছে
আমারি নাম ধ'রে
ঘরের ভেতর রইব কেমন করে ॥
আমার মন জানে না ঘরের বাঁধন
বাহির পানে ছোটে
সুরেরি রূপ অরূপ হ'য়ে ওঠে
সে রূপ আজি বাঁধল আমায়
মধুর মায়ার ডোরে ॥
পথের ধূলি হোল আজি
তীর্থ রেণু সম
পথের শেষে মিলবে প্রিয়তম—
সুদূর দেশের বাঁশুরিয়া
আমার মন-মোহনিয়া
সোণার সুরের ঝরণা ধারায়
মনকে নিল হ'রে ॥

১২৬

আমি কৃষ্ণ চাই না কৃষ্ণ নাম শুধু
লিখে দে আমার ভালে।
মাধবী লতা সম জড়ায়ে দে সখি
কৃষ্ণ তমাল ডালে॥
ওরে ফুলের সম সখি ভাসায়ে দে মোরে
কৃষ্ণ যমুনারি জলে
আমি এক সুরে গাহি কৃষ্ণ নাম সখি
নাচিব ঢেউএর তালে॥
সখি বিজলী হ'য়ে আমি জড়াতে চাই
কৃষ্ণ মেঘের পাশে
কমল হ'য়ে আমি ফুটিতে চাই
যদি কৃষ্ণ ভ্রমর আসে—
মোর কৃষ্ণ প্রেমের কলঙ্ক লেখা
রহুক মরণ কালে॥

১২৭

কে বলে তোমায় কাঙালিনী মাগো
আমার ভারতরাণী
তোমার মহিমা বিভব গরিমা
কি ক'র মা নাহি জানি ॥
নাই বা পরিলে হেমহার গলে
মণিমুকুতার মালা
নাই বা শোভিল চরণে তোমার
সোণার বরণ ডালা
জীর্ণ কুটিরে ছিন্ন বসনে
তবু তুমি রাজরাণী ॥
পরের যা কিছু বসন ভূষণ
দূর হ'য়ে যাক্ আজ
যা আছে মোদের সাজাব তা দিয়ে
নাহি তাহে কোন লাজ—
দৈন্য যা কিছু ঘুচাব আমরা
মুছাবো নয়ন বারি
ত্রিশ কোটি প্রাণ তোমারি চরণে
বলি দিতে মাগো পারি।
স্বর্ণ ঝাঁপিটি হস্তে শুধু মা
শুনাও অভয়বাণী ॥

১২৮

বাঁধন ছেঁড়ার দল মোরা
মরণ পথের যাত্রী
ঝড়ের আগে এগিয়ে চলি
সামনে আঁধার রাত্রি ॥
আমরা নবীন আমরা তরুণ
তিমির-জয়ী আমরা অরুণ
দুঃখ দহন করব বরণ
ঐ যে অভয়-দাত্রী ॥
কাল বোশেখীর ঘূর্ণি হাওয়া
আসুক প্রলয় ঝড় তুফান
আমরা রব অচঞ্চল
কণ্ঠ ভ'রে গাইবো গান—
যাত্রা মোদের মুক্তি পথের
বাজবে বাঁশী যুগান্তরের
উঠবে হেসে পুণ্যময়ী
জন্মভূমি ধাত্রী ॥

১২৯

বাংলা মা তোর মধুর মহিমা
দিকে দিকে আজ বন্দে
নদ নদী বন কুসুম কানন
তরুলতা তোমা নন্দে ॥
বিছায়ে দিয়েছো শ্যামল আঁচল
মাঠে মাঠে আলো ছায়া ঝলমল
শ্যামল বনানী ঝঙ্কৃত হলো
বিহগ কাকলী ছন্দে ॥
শরত রবির সোণার আলোয়
শেফালী শিশির মাখা
বাদলে সজল কাজল মেঘেতে
আকাশ তোমার ঢাকা—
ফাল্গুনে তব ফুল বনে বনে
মধুকর ধায় মধু আহরণে
দোল দিয়ে যায় মলয় হিলোল
উতলা কুসুম গন্ধে ॥

১৩০

এস দুর্গত দেশে দুর্গতি নাশিনী
দশভুজা দুর্গা গিরি-দুহিতা।
আলোকময়ী এই তিমিরভরা
অন্ধ গগন কর দীপান্বিতা ॥
কল্যাণময়ী আজ কল্যাণ আনো
অমৃতময়ী শুভ শান্তি দানো
বিশ্ব-নিখিলের দেব দেউলে
বাজে আগমনী মঞ্জুগীতা ॥
এস মহাশক্তি মহিষ-মর্দ্দিনী
মহেশ-ভামিনী মাগো
দুঃখ-দৈন্য-শোক-তাপহারিনী
দনুজ-দলনী জাগো—
প্রলয়ের আজ ঘন ঘোর রাত্রি
ডাকে কোটি-কোটি পথযাত্রী
এস বরদাত্রী এস যুগধাত্রী
কাঁদে ধরণী নিপীড়িতা ॥

১৩১

আজিকে বলির মহোৎসব
মায়ের পূজার অঙ্গনে
রক্ত দিবি কে রক্ত দিবি কে
ভক্ত দলের সঙ্গ নে ॥
আজ কিছু নয় কুসুমের মালা
আজ মিছে সব অর্ঘ্যভার
শঙ্খ ঘণ্টা, মঙ্গলরব
দীপমালা ধূপ নয়কো আর
আজ মা'র পূজা, সপ্ত কোটির
তপ্ত শোণিত চন্দনে ॥
সহকার শাখা ধূলায় লুটুক
মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া যাক্
মিথ্যা যা কিছু স্তব আরাধনা
বন্দনা গান আজিকে রাখ,
আজিকে তোদের বিজয় যাত্রা
ধ্বনিয়া দামামা ডঙ্কারোল
লক্ষ লক্ষ বক্ষের মাঝে
প্রলয় দোলার মাতন তোল
মৃত্যুরে আজ বরিতে হইবে
ভীষণ শাসন লঙ্ঘনে ॥

১৩২

কৃষ্ণকালী কালীকৃষ্ণ
সীতারাম জয় সীতা
কৃষ্ণকালী রাম জয় সীতা ॥

একই জনার বাজবে কাণে সকল নামের গীতা
দেবীতুর্গা মহামায়া শিবানী জগদ্ধাত্রী
নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর বুকে রয় যে দিবারাত্রি
সেই তো হোল রাম অবতার
জনক তুহিতা ॥

একই শাখায় ফুটল রে মন
অরূপ নামের ফুল
সকল ফুলেই চরণ পাবি
ভাঙবে মনের ভুল—

শতেক নামের এই যে ধাঁধায়
মিছেই রে তোর মনকে কাঁদায়
সকল নামের আলোয় রে মন হবে দীপান্বিতা

১৩৩

চল চলরে বন্ধু দল
বল বলরে মাভৈঃ বল বল ॥
এগিয়ে চলার গান
শোনরে পেতে কান
ভয় কি ঝড় তুফান
তোর সঙ্গে ভগবান
হোক না কেন বন্ধুর পথ
অশ্রুতে পিছল ॥
শোন সিন্ধুর কল্লোল
তোর তরীর বাঁধন খোল
বল দে দোল দে দোল
বাজবে জয় মাদল
জীর্ণ তরী যাক্ না ডুবে
যাক্ না অতল তল ॥
পূর্ব্বাচলে ঐ উষার উদয়
এখনও কি রহিবে আঁধার ভয় ?
শঙ্খ রবে বাজবে চলার গান
অভিযানের উড়বে জয় নিশান
পথের বাঁশী ডাক দিয়েছে
ঘর ছাড়া তুই চল
দুঃখ কিসের বল
নেই কোন সম্বল
চল রে অচঞ্চল
হোকনা কেন কণ্টক ঘায় রক্ত পদতল ॥

১৩৪

ওমা তোমার নামের মন্ত্র পেলাম
ভক্তি পেলাম নাকো।
তাই ডাক দিয়ে মা পাইনে সাড়া
লুকিয়ে তুমি থাকো॥
তাই তোমার পূজার সব আয়োজন
বিফল হ'ল সব আরাধন
এবার মন্ত্রমালা ফিরিয়ে নিয়ে
আমায় কাছে ডাকো॥
ওমা জানি আমি লীলাময়ী
তোমার ভক্তি বিনা
শুধু নামের মন্ত্রে বাজবে নাকো
আমার মনোবীণা—
ওমা তোমার চরণ শরণ তরে
নয়নে মোর অশ্রু ঝরে
ওমা তাপিত এ প্রাণে আমার
পরশখানি রাখো॥

১৩৫

ওরে কৃষ্ণ যে সেই কালী !
গলায় যাহার মুণ্ডমালা
সেই তো বনমালী।
যে হাতেতে খড়্গ আছে শ্যামা মায়ের
সেই হাতেতে বাঁশী বাজে শ্যামরায়ের
ওরে দিক্ বসনা যে মেয়ে তোর
পীতাম্বর সেই চতুরালী !
এলোকেশে নাচে যে রণাঙ্গনে রঙ্গেতে
রাসলীলায় সেই তো নাচে ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গেতে—
মহেশ্বরের মনোরমা পাগলিনী যে
ব্রজেশ্বরীর বল্লভ শ্যাম সেই হোল নিজে
তোর রক্তজবায় বনমালায়
উঠুক ভ'রে পূজার থালি ॥

১৩৬

এবার তোমার পাতব আসন
পথের ধূলায় ধূলায়
দেউল ছেড়ে আসতে হবে
আমার সকল খেলায় ॥
মোর জীবনে সগৌরবে
তোমার পূজা সারা হবে
সব দীনতায় সব হীনতায়
সকল মলিনতায় ॥
ফুল যা ছিল পূজার তরে
শুকায় আজি অনাদরে—
মোর জীবনের বন্দনা গান
দেবতা আজ হোক অবসান
তুমি আমায় ডাক দেবে আজ
আমার নীরবতায় ॥

১৩৭

আমি মরুর দেশের মেয়ে
পথে পথে বেড়াই আমি
পথেরি গান গেয়ে ॥
মোর গানের নূপুর বাজে
রুমঝুম্ রুমঝুম্ রুমঝুম্
মোর নাচের নেশায় আবেশ আনে
নয়ন দুটি ঘুম্ ঘুম্
আমি দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই
সুরের তরী বেয়ে ॥
আমি বাঁধন হারা ঝরণা ধারা
আঁধার-কারা হতে
নেচে নেচে গেয়ে বেড়াই
সুরের সুধাস্রোতে
আমি কত যে পাই পেয়ে হারাই
পাই না কিছুই চেয়ে।
আমি মরুর দেশের মেয়ে ॥

১৩৮

পূরব তোরণে তরুণ তপন
ঘুচালো কালিমা অমানিশার
ভারত-জননী আজি গো মা তোর
বন্দিনী বেশ রবে না আর ॥
জগত-সভায় তোমার আসন
তেমনি রহিবে উচ্চ
সপ্ত কোটি সন্তান যার
মৃত্যু করিছে তুচ্ছ।
মুক্ত হবে মা বাঁধন তোমার
রুক্ষ কেশের ভার
স্বর্ণ ভূষণে সাজিবে জননী
সময় হয়েছে তার।
কটিতে দুলিবে রক্ত-মেখলা
বক্ষে উজল মুক্তাহার ॥

১৩৯

এল শরতে ধরার বুকে দুলালি মেয়ে
কুসুমে কুসুমে সারা কানন ছেয়ে ॥
এল অরুণ আলোর রথে
সোণালি উষায়
নব শ্যামল ধানের ক্ষেতে
কণক ভূষায়
এলো রাতের শিশির মাখা
ঝরা শেফালিতে ঢাকা
কুন্দ কাশের বন পথটি বেয়ে ॥
এল ক্ষণিক কাজল মেঘে
ভিজায়ে আঁচল
দিল রাঙায়ে তখনি তারে
আলো ঝলমল—
এল কমল ফুটায়ে
নীল সরসী পরে
যেথা চাঁদিনীতে জোছনার
ঝরণা ঝরে
এলো নটিনীর মত সাজে
চরণে নূপুর বাজে
ভুবন ভোলানো কত
গান গেয়ে ॥

১৪০

নবীন ধানের শীষে
সোণালি রঙ জাগলো
রঙ জাগলো সবুজ মাঠে
খুসীর তুফান ঐ যে জাগে
আনন্দেরি অনুরাগে
পাতার ভেলা ভাসিয়ে জলে
সারাবেলা কাটে ॥
সকাল বেলার আঁধার-মেশা
এই কুয়াসা
জাগায় প্রাণে গন্ধে গানে
নবীন আশা—
আকাশ ভরে জাগলো যে ঐ
ইন্দ্রধনুর ছটা
ঘরে ঘরে লাগবে রে ঐ
নবান্নেরি ঘটা
ঐ শ্যামলা মেয়ে আলপনা দেয়
শীতল ছায়া বাটে ॥

১৪১

দেবতা মন্দির অঙ্গন তলে
দেবদাসী গো আমি পূজারিনী।
নৃত্যের ছন্দে বন্দে আনন্দে
চরণের মঞ্জির রিনি ঝিনি॥
অন্তর যমুনা হ'য়েছে অথৈ
প্রেম হিল্লোলে নাচে
থৈ তাতা থৈ
উছল সঙ্গীত নির্ঝরিণী॥
অঙ্গের ভঙ্গিতে আরতি তোমার
অঞ্জলি কণ্ঠের সুর ঝঙ্কার—
পুলকিছে চিত্তের সুর চঞ্চল
ঝলকিছে নটিনীর কনকাঞ্চল
কঙ্কণ কিঙ্কিণ কিনি কিনি॥

১৪২

ভুলেছো কি রাধা বলে
বাঁশী বাজানো
বাঁশুরিয়া ব্রজের নিঠুর ॥
ভুলেছো কি তরুতলে
রাজা সাজানো
মোহনিয়া নয়ন-মধুর ॥
মনে কি পড়ে না শ্যাম
ব্রজলীলা অভিরাম
তোমারি বিরহে আজি
তুমি না জানো
মোর হিয়া বিরহ-বিধুর ॥
তোমারি লাগিয়া শ্যাম
শুধু আঁখি ঝুরে
জানি না কেমনে তুমি
ভুলে আছ মোরে—
কোথা সে মথুরা দেশে
রয়েছো রাজারি বেশে
কেন মোরে ভালবেসে
মিছে কাঁদানো
বুকে বাজে বেদনার সুর ॥

১৪৩

তোমায় মিছে বেড়াই খুঁজে
মন্দিরেতে মাগো আমার
দেখিনিকো অন্তরেতে
সহজ মনে কর বিহার ॥
মাগো একি আমার ভুল
মায়ের স্নেহের বিনিময়ে
দিই যে পূজার ফুল
আমি তারেই ডাকি
আপনি ধরা দেয় যে বারে বার ॥
বনের জবা সাজিয়ে রাখি পূজার তরে
মনের জবা ফুটল না মা জীবন ভ'রে—
তাই ঘুচল না মোর কাঁদা
বিফল হোল সকল পূজা
সকল মন্ত্র সাধা
তোমার দয়া পেলাম নাকো
অশ্রু হোল সার ॥

১৪৪

ওরে পাগল
কারে খুঁজিস্ মনের ভুলে
তোর মনের মানুষ মনেই আছে
নেই কো সে জন দেব-দেউলে ॥
যে অরূপের রূপ ধরে না
ভুবন ভ'রে
সে রূপ তোরা কেমন ক'রে
রাখবি ধরে
মিছেই মাটির পুতুল গ'ড়ে
ঠাকুর ঘরে রাখলি তুলে ॥
কান পেতে শোন কান পেতে শোন
তার চরণের নূপুর বাজে
ওরে পাগল ! ওরে অবুঝ
তোরই আপন বুকের মাঝে—
কান্নাহাসির খেলা যে তার
তোরই সাথে
নিতুই নতুন সুর বাঁধে তোর
মন-বীণাতে
আপনি এসে দেয় ধরা যে
মিথ্যে তারে পূজিস্ ফুলে ॥

১৪৫

হৃদয়খানি রাঙাও মাগো
বনের জবার মত
ভক্তিভরে চরণ তলে
আপনি করো নত ॥
আমার মনের মলিনতা
যাক মুছে যাক সব দীনতা
রক্ত রাঙা জবা হ'য়ে
ফুটুক শত শত ॥
জানি মা তোর বনের জবা
মনের মত মেয়ে
ফুলের জীবন করলে সফল
চরণ ধূলা পেয়ে—
এবার মা তোর চরণতলে
বিলিয়ে দেবো পূজার ছলে
মন্ত্র সাধন ফিরিয়ে দিয়ে
নেবো ফুলের ব্রত ॥

১৪৬

চম্পাবতীর দেশে রে ভাই
চম্পাবতীর দেশে
সোণার বরণ কন্যা রে আজ
কোথায় গেল ভেসে ॥
চাঁপাবনের রূপকুমারী
বন ছুলালী মেয়ে
ফুলের সনে মিতালী তার
ফুলেরি গান গেয়ে
বেণীর বাঁধন ছিল না তা'র
চিকন কালো কেশে ॥
কোন্ সে রাজার ডিঙাখানি
ভিড়লো তাহার ঘাটে
ফুলের ডালি বিকিয়ে দিল
তার সে ফুলের হাটে—
ফুল দিল কি মন দিল গো
সেই মালিনী জানে
ফুলের বনে রইতে তাহার
পরাণ নাহি মানে
মরণকে সে করলো বরণ
শুধুই ভালবেসে ॥

১৪৭

শ্যামা মেয়ে অরূপ তোমার
আলোয় ভরা কালো বরণ
মরণ জয়ী মহেশ ভোলা
করেছে তাই চরণ শরণ ॥
কৃষ্ণারাতে দিগবালিকার কাজল চোখে
শ্যামা মেয়ের তিমির ভরা রূপ ঝলকে
ওই রূপেতে করলে মাগো
সাধক ঋষির হৃদয় হরণ ॥
আলোয় ভরা কৃষ্ণ নয়ন তারার সম
ওমা তোমার রূপ যে হোল নিরূপম—
শাঙন রাতের সজল মেঘের অন্ধকূপে
তোমার রূপের বন্দনা গো গন্ধধূপে
ওই রূপেরি অনল শিখায়
দেবাদিদেব মাগল মরণ ॥

১৪৮

আমি গেঁথেছি বকুলমালা
তোমার জন্যে।
তোমার মেঘবরণ চুলে পরিয়ে দেবো
ওরে আমার কুঁচবরণ কন্যে॥
আমি ফুলের নূপুর পরিয়ে দেবো পায়
ও সে বাজবে নাকো ঝুমুর ঝুমুর
চল্‌বে যখন বকুল বনের ছায়
তুমি চুপি চুপি আলতো এসে
নয়ন দুটি ধরবে হেসে
আমি ধরতে গেলে
পালিয়ে যাবে
গভীর অরণ্যে॥
রূপকথারি পরী তুমি বাঁধবে বনে বাসা
আমার চলার পথের পরে করবে যাওয়া আসা
আমি মালা গেঁথে তোমায় দেবো
দেবো নাকো অন্যে॥

১৪৯

ভোলেনিকো আজো মমতাজ প্রিয়া
জানোনাকো প্রিয় তুমি
ঘুমন্ত প্রাণে প্রেম আছে জেগে
ধরণীর ধূলা চুমি ॥
তাজমহলের মর্ম্মর তলে
তোমারি প্রেমের দীপশিখা জ্বলে
সমাধি দেউল তাই হলো আজ
প্রেমের তীর্থভূমি ॥
যমুনার তীরে তোমারি বিরহে
অশ্রু যমুনা বহে
পাষাণ শিলায় যে জন জাগিছে
সে জন পাষাণী নহে—
তাজমহলের পাষাণ ফলকে
বেদনার দূতী কাঁদিছে অলখে
অমর প্রেমের রাঙা মঞ্জরী
আজো ওঠে যে কুসুমি ॥

১৫০

রাতের কবিতা শেষ করে দাও
এবার ঘুমাও কবি
স্বপন সম মিলাবে প্রভাতে
রঙে রসে আঁকা ছবি ॥
বিরহ মিলনের শত রঙে রসে
রচিয়াছ গান আবেশে অলসে
বন-বীথিকায় শুকাবে যে হায়
ঝরা ফুল সম সবি ॥
অনেক রাতের ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ
উঠিয়াছে নীল আকাশে
মধুযামিনীর বিদায় বাঁশরী
বাজে বুঝি ফুল বাতাসে—
কথা দিয়ে দিয়ে সারা নিশি জাগি
গাঁথিয়াছ হার যে মানসী লাগি
সে কি লবে এসে মরণের শেষে
নবীন জীবন লভি ॥

প্রথম ছত্রের সূচী